https://www.path-2-happiness.com/bn

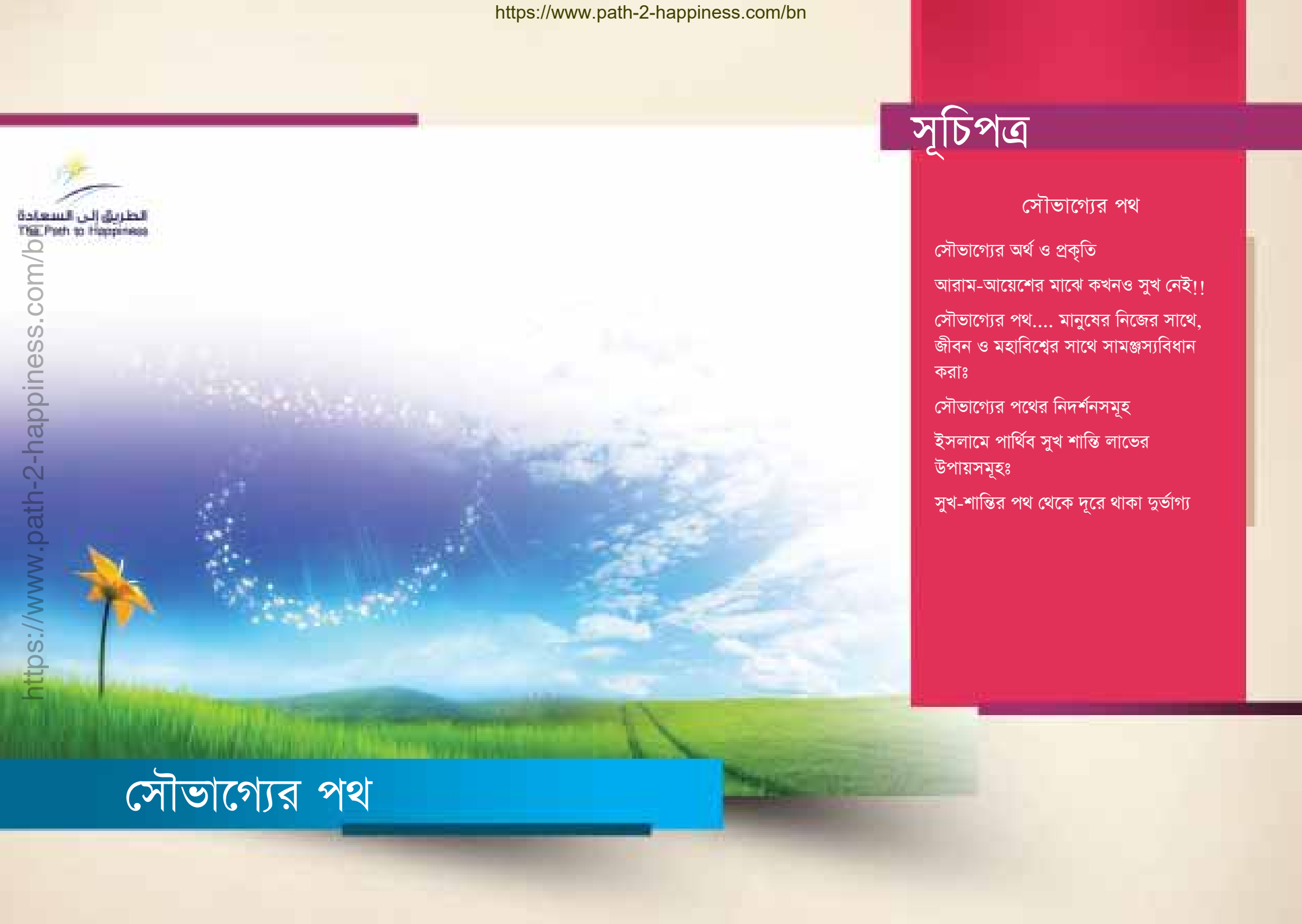

সৌভাগ্যের পথ

সূচিপত্র

সৌভাগ্যের পথ

সৌভাগ্যের অর্থ ও প্রকৃতি

আরাম-আয়েশের মাঝে কখনও সুখ নেই!!

সৌভাগ্যের পথ.... মানুষের নিজের সাথে, জীবন ও মহাবিশ্বের সাথে সামঞ্জস্যবিধান করাঃ

সৌভাগ্যের পথের নিদর্শনসমূহ

ইসলামে পার্থিব সুখ শান্তি লাভের উপায়সমূহঃ

সুখ-শান্তির পথ থেকে দূরে থাকা দুর্ভাগ্য

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

সৌভাগ্যের পথ

সৌভাগ্যের অর্থ ও প্রকৃতি

সৌভাগ্য শব্দটি সে সব শব্দের অর্ন্তভুক্ত যে সব শব্দের সঠিক অর্থের ব্যাপারে মানুষ মতানৈক্য করে থাকে। কেউ কেউ মনে করেন, আনন্দ-মজা, আরাম-আয়েশ, ধন- সম্মদ, পদমর্যাদা বা যশ-খ্যাতি ইত্যাদি অর্জন হলো সৌভাগ্য। এভাবেই অনেক মানুষ সৌভাগ্য অন্বেষণে জীবন নিঃশেষ করে দেয়। তবে হ্যাঁ, সৌভাগ্য হলো এমন এক অনুভূতি যা মানুষের অন্তরের গহীন থেকে উৎসারিত হয়, যখন সে সন্তুষ্টি, ঈর্ষা, প্রশান্তি, মহত্ব ও আনন্দ অনুভব করে। কিন্তু মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি, গুরুত্ব, দৃষ্টি-ভঙ্গি এমনকি সমাজ ভেদে সৌভাগ্যের ধরণও নানারূপ হয়ে থাকে। কেউ সৌভাগ্য খুঁজে পায় সম্পদের মাঝে, কেউ পায় ঘর-বাড়ি, যশ-খ্যাতি বা সুস্বাস্থের মাঝে, আবার অন্য কেউ তা খুঁজে পায় স্ত্রী, সন্তান, সম্পদ বা লেখাপড়ার মাঝে। আবার কেউ বা খুঁজে পায় প্রিয় ব্যক্তির নৈকট্য লাভে, বা বিরক্তকর জিনিস থেকে মুক্তি পেলে, অথবা আধ্যাত্মিক সাধনা করতে অবিবাহিত থাকা, বা গরিব মিসকিনকে সাহায্য করার মাঝে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, যখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি কি আসলেই সুখী? তখন তাদের উত্তর না বোধক হয়!!!

তাহলে আপনি দেখতে পেলেন যে, সুখী হওয়ার সংজ্ঞা মানুষ, সমাজ ইত্যাদি ভেদে নানারূপ হয়ে থাকে। এমনকি কোন কোন দেশের কিছু সংস্থা "নানা জাতির মাঝে সুখের সিড়ি" নামে ধারাবাহিক ধাপ তৈরী করেছে। তাদের উদ্দেশ্য হলো কোন জাতি সবচেয়ে সুখী তা নির্ণয় করা। তারা নানা বিশ্লেষনের মাধ্যমে প্রত্যেক ধাপের মান নির্ধারণ করেন । কিন্তু ফলাফল ছিল সকলের জন্য এক আশ্চর্য ও অবাকজনক ব্যাপার। দেখা যায় আমেরিকানরা সবচেয়ে অসুখী জাতি, তাদের কোন সুখ শান্তি নেই, সুখ নামের চিহ্নটিই মাত্র তাদের অর্জিত হয়। অথচ আমরা জানি আমেরিকানদের উচ্চ বিলাসী জীবন যাপনের জন্য কত ধরণের চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে। আরো আশ্চর্য জনক ব্যাপার হলো, নাইজেরিয়ানরা সবচেয়ে বেশী পয়েন্ট লাভ করে সুখী জাতি নির্বাচিত হয়েছে, অথচ দরিদ্রতার নির্মম কষাঘাত সে জাতিকে প্রতিনিয়ত তাড়া করে বেড়ায়!!!!

আমেরিকার "নিউজ উইক" সাময়িকী বিশ্বের সবচেয়ে সুখী জাতি নির্বাচনে এ পরিসংখ্যানের ফলাফল প্রকাশ করেছে। এতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ নাইজেরিয়ান জাতি দারিদ্রতা সত্বেও ৬৫টি দেশের মধ্যে শীর্ষ স্থান লাভ করেছে। এর পরে আছেঃ মেক্সিকো, ভেন্যুজুয়েলা ও সালভাডর। অন্যদিকে উন্নত দেশসমূহ – এ আশ্চর্যজনকভাবে রিপোর্ট মোতাবেক- সুখের তালিকায় নিচের দিকে আছে। আমরা অধিকাংশ আমেরিকানদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখেছি, তারা অকপটে স্বীকার করে যে, সুখ শান্তি ধন সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত নয় নিউইয়ার্ক সাময়িকী, আরবী সংস্করণ, ৩/৮/২০০৪, পৃষ্ঠাঃ ৫৮। আর ইহা পুঁজিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত দরকারবাদ সমাজে বিস্ময়কর মনে ব্যাপার মনে হয়। সাময়িকীটি যেদিকে ইঙ্গিত করে তা হলো সুখ শান্তির অন্বেষণে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আমেরিকানরা ধর্মের দিকে ছুটে চলছে নিউইয়ার্ক সাময়িকী, আরবী সংস্করণ, ৬/৯/২০০৫। । যা তাদেরকে বিভিন্ন মানসিক কষ্ট থেকে মুক্তি দেয়।

সৌভাগ্যের সংজ্ঞা, ইহা অর্জনের উপায় নিয়ে বিভিন্নজনের কাছে বিভিন্ন ধরণ দেখা যায়। যেমন মানুষের কতিপয় মানবিক গুনের সমষ্টিকে প্লেটো সুখ বলেছেন, সেগুলো হলোঃ [প্রজ্ঞা, বীরত্ব, সতীত্ব ও ন্যায়পরায়ণতা]। তিনি বলেছেন, মানুষ পরকালে তার রূহের কাছে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত চুড়ান্ত সুখী হবেনা। আর অ্যারিস্টটল সুখকে মহান আল্লাহ তায়া'লার দান বলে আখ্যা করেছেন, তিনি বলেছেন, ইহা পাঁচটি জিনিসের সমন্বয়ে গঠিত। সেগুলো হলোঃ সুস্থ শরীর, সুস্থ অনুভুতি, সম্পদ অর্জন ও তা সঠিকভাবে ব্যবহার, কর্মস্থলে সফলতা ও আশা পূরণ, সুস্থ বিবেক ও সঠিক বিশ্বাস, সুখ্যাতি ও মানুষের কাছে প্রিয়তা। মনোবিজ্ঞানে

সুখ ও প্রশান্তির ধর্ম

"আমি নিজেকে প্রশ্ন করেছিঃ মুসলমানেরা দরিদ্রতা ও অনুন্নতি সত্বেও কেন এতো সুখ অনুভব করে?! সুইডিশরা প্রশস্ত, আয়েশী ও উন্নত জীবন যাপনের পরেও কেন এতো দুঃখ দুর্দশা ভোগ করে? এমনকি আমার দেশ সুইজারল্যান্ডেও একই ধরণের অনুভূতি অনুভব করি যেমনটি করেছি সুইডেনে, অথচ এ দেশগুলো হলো সমৃদ্ধিশালী ও জীবন যাপনের মান খুবই উন্নত। এ সব কিছুর ফলে আমি প্রাচ্যের ধর্মসমূহ নিয়ে পড়াশুনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। প্রথমে হিন্দু ধর্ম নিয়ে অধ্যয়ন শুরু করি। কিন্তু আমি এতে সন্তুষ্ট হতে পারিনি। পরে ইসলাম ধর্ম নিয়ে অধ্যয়ন শুরু করি। আমি লক্ষ্য করলাম এ ধর্ম অন্যান্য ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, বরং ইহা সব ধর্মকে ব্যাপ্তি করে। ইহা সর্বশেষ ধর্ম। আমি ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করার ফলে এ বাস্তবতা আমার কাছে আরো বিস্তার লাভ করে এবং ইহা আমার অন্তরে দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত হয়েছে"।

রোজীহ ডুবাকীহ

সুইস চিন্তাবিদ ও সাংবাদিক

মানবজাতির সুখ শান্তি

"এ কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা মানুষের আত্মতুষ্টিতে ব্যর্থ ও মানুষের শান্তির উপায় আবিষ্কারে বিফল হয়েছে, ফলে মানুষকে দুঃখ দুর্দশা এবং বিভ্রান্তির নরকে ফেলে দিয়েছে। কেননা আধুনিক বিজ্ঞানের প্রচেষ্টা ধ্বংস এবং বিনাশমুখী। এমতাবস্থায় উহা ইসলামী যুগের মত পূর্নাঙ্গতা ও মানব সেবার মাধ্যম হতে অক্ষম।

নাসিম সোসাহ

ইরাকি ইহুদি অধ্যাপক

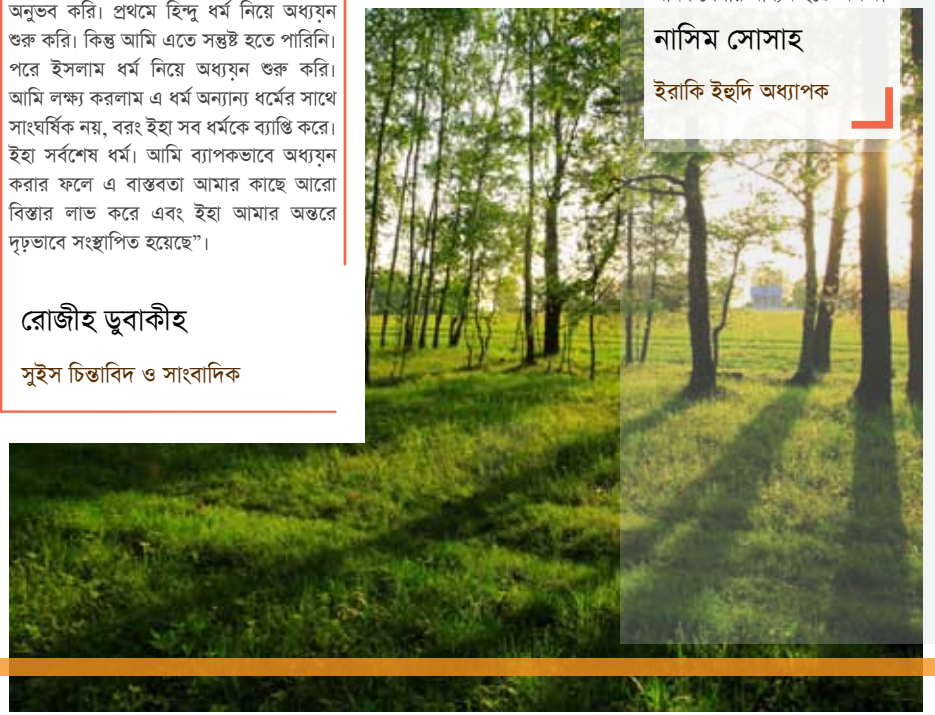

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

জীবনে সন্তুষ্টির প্রতিফলনকে সৌভাগ্য বলে। অথবা বারবার আনন্দ অনুভূতির প্রতিফলননলে সৌভাগ্য বলেসুখ-সৌভাগ্যের সাইকোলজি, লেখকঃ মাইকেল আরজাইয়েল। অনুবাদঃ ফয়সাল আব্দুল কাদের। । কিন্তু সুখ ও সৌভাগ্যের অর্থ যাই হোক প্রকৃত সুখ কি? কিভাবে সুখী হওয়া যায়, শুধু আনন্দ ও মজা উপভোগ করাই কি সুখ?

সুখ আনন্দ-মজা নয়ঃ

মানুষ অনেক সময়ই বিভিন্ন আনন্দদায়ক জিনিসের পিছনে চলতে থাকে। সে সব ধরণের আনন্দ আস্বাদ করে থাকে। সে ভাবে যদি পৃথিবীর সব আনন্দ ভোগ করা যেত তবে সে সুখী হত। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো সে সবচেয়ে বেশি অসুখী। পার্থিব ভোগ বিলাস নানা প্রকার, নানা ধরণের ও গুনের, কিন্তু সব ভোগ বিলাসেই সুখ নেই। এখানেই সুখ ও ভোগ বিলাসের অর্থের মাঝে বিভ্রান্তি ঘটে। এ কথা সত্য যে, এ দুটো এক অর্থে মিল আছে, অন্য অর্থে আবার রয়েছে বিশাল পার্থক্য। দুটো থেকেই অন্তরে আনন্দ আসে, এ অর্থে মিল রয়েছে। কিন্তু পার্থক্য হলো, ভোগ বিলাস বা মজা ক্ষণিকের স্বাদ, ইহার উপকরণ বা কারণ চলে গেলে এ মজাও দ্রুত চলে যায়। কখনও কখনও এ মজার পরে অনুতাপ ও কষ্ট পেতে হয়। অন্যদিকে সুখ শান্তি স্থায়ীভাবে ব্যক্তির সাথে থাকে।

সুখ ও মজার অর্থগত মিশ্রন অনেক সময়ে মানুষের মাঝে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। সে মনে করে সব আনন্দ মজাই সুখ। যেমনঃ মানুষের মাঝে বিখ্যাত ও পরিচিত হওয়া অনেক বড়

মজা ও আনন্দদায়ক। মানুষ তাকে বিভিন্ন সভা সেমিনারে সামনে এগিয়ে দেয়, তার কাজের প্রশংসা করে... এ সব কিছুই আনন্দদায়ক ও মজার অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু কত বিখ্যাতজন, সম্পদশালী, উচ্চ পদমর্যাদাবান বা সৌন্দর্যের অধিকারী বিষণ্ণ ও অসুখী । সর্বদা মনরোগ বিশেষজ্ঞের নিকট চিকিৎসা নেয়। বা তার এ সব বিষণ্ণতা, মর্মপীড়া ও কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে আত্মহত্যা করে জীবনকে শেষ করে দেয়!! কত বিখ্যাতজনের কথা শুনেছি তারা তাদের কষ্ট ও বিষণ্ণ দিনের পরিসমাপ্তি ঘটাতে আত্মহত্যা করেছে!!! আত্মহত্যার মাধ্যমে জীবনকে নিঃশেষ করে দিয়েছে!!! অনেককে দেখতে পাবে তারা যৌন ভোগের মাঝে ডুবে থাকে, একটার পর একটা নারী পরিবর্তন করে। কিন্তু অবশেষে যখন তাকে জিজ্ঞেস করবে দেখবে সে মরণ ব্যাধি এইডস এ আক্রান্ত হয়েছে। হারাম সম্পর্ক মজার, কিন্তু এতে ঘর ও পরিবার ধ্বংস হয়, সমাজ ভেঙ্গে পড়ে ও বংশের মধ্যে অবৈধ মিশ্রণ হয়। সেক্সুয়াল সিনেমা কিছুটা মজাদায়ক, কিন্তু এতে ব্যক্তির মানসিকতা ভেঙ্গে পড়ে, পবিত্র সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় ও সতী স্বাধ্বী সমাজের সীমালঙ্ঘন করা হয়। ভোগ বিলাসের ও মজার আরেকটি উপকরণ হলো খাদ্য। কেউ কেউ ইবাদতের মতই বা তারও বেশি খাদ্যের প্রতি আগ্রহী। পরবর্তীতে সে মেদ ও ডায়বেটিকসে ভোগে। পরে দেখা যায় সে সব সময় ডাক্তার ও হাসপাতালে আসা যাওয়া করে।

সুখ ও আনন্দের মাঝে এ মিশ্রণের ফলে কোন কোন সংস্থা ও কর্তৃপক্ষ দুটো দ্বারা একই জিনিস বুঝান। অনেক সংস্থা ও কর্তৃপক্ষ আনন্দ ও মজার জিনিস সরবরাহ করে তাকেই সুখ বলে চালিয়ে দেন। তাদের উদ্দেশ্য হলো মানুষের বিবেকের উপর আধিপত্য বিস্তার ও নানাভাবে বিবেককে আন্দোলিত করে তাদের স্বার্থ উদ্ধার করা। যে যুবক প্রথম প্রথম মাদক সেবন করে শুরুতে সে মজা অনুভব করে। আস্তে আস্তে সে মাদক ব্যাবসায়ীদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়।

বিভিন্ন বিজ্ঞাপনদাতারা তাদের মাল বাজারজাত করতে মানুষকে যাদুর মত আকর্ষণ করে। কিন্তু বাজারে মানুষকে দেখবে নতুন নতুন পণ্য তালাশ করছে।

তাহলে বুঝা গেল, মানুষ যা কিছু চায় তার সব কিছুতে সুখ নেই। তাহলে ধনী ও রাজা বাদশাহরা সবচেয়ে বেশি সুখী মানুষ হতেন। কিন্তু বাস্তব পরিসংখ্যানে দেখা গেছে এর উল্টোটা। হয়ত ইহাই আল্লাহ তায়া'লার পূর্ণ ইনসাফের বহিঃপ্রকাশ। অনেক গরিব ও অসহায় মানুষের মাঝে সুখ পাওয়া যায়, বরং অন্তর্নিহিত অর্থে গরীবেরা ধনীদের চেয়ে অনেক সুখী! তাহলে সম্ভবত সুখ আরাম-আয়েশের মাঝে!!

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

আরাম-আয়েশের মাঝে কখনও সুখ নেই!!

অনেক মানুষ মনে করেন, আরাম-আয়েশ মানেই সুখ-সৌভাগ্য, তাই আরাম- আয়েশের দিকে ছুটতে থাকে, কিন্তু ইহা অনেক সময় তার জন্য চিন্তা, বিষণ্ণতা, একাকীত্ব ও দূর্ভাগ্য বয়ে আনে। সে ভুলে যায় যে, অনেকেই শারীরিক কষ্ট ও পরিশ্রমের মাঝে সুখ অনুভব করে। বরং কখনও কখনও কষ্ট ও পরিশ্রমই হলো সুখ। কেউ যদি একটি বাচ্চা কুয়ায় পড়েছে দেখে এবং তাকে উদ্ধারে শারীরিক কষ্ট, ব্যথা সত্বেও সে কুয়ায় নেমে তাকে উদ্ধার করে তখন সে নিজেকে অনেক সুখী মনে করবে। আপনি কি দেখেন না যে, বিজ্ঞানী, আলেম উলামা ও ছাত্ররা জ্ঞান অর্জনে কত কষ্ট সহ্য করেন, কিন্তু ইহা তাদেরকে সুখ দান করে, অনেক দুঃখ কষ্টের পরে তাদেরকে সুউচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে দেয়। এমনিভাবে একজন খেলোয়াড় শরীরের অনেক ঘাম ঝড়িয়ে খেলায় সুখ অনুভব করে। ঠিক এভাবে দুঃখী, দরিদ্র ও অভাবী মানুষের সেবা করে, তাদের জন্য ব্যয় করে অনেকে সুখ অনুভব করে। কেউ আবার নিজের ধন সম্পদ গরিব মিসকিনের মাঝে ব্যয় করে সুখী হয়। তাই দেখা যায় মানুষ নিজের আরাম আয়েশ ও ভালবাসা ত্যাগ করে নিজে সুখী হতে চায়।

তাহলে দেখা গেল যে, সুখ ও সুখের অনুরূপ জিনিসের মধ্যকার সংমিশ্রণ, সুখের নানাজনের নানা দর্শন ও সংজ্ঞা মানুষকে হত বিহ্বল ও দিশেহারা করে ফেলে। প্রকৃত সুখের সন্ধান ও অর্জনে মানুষ নিরলস অনুসন্ধান ও চেষ্টা চালিয়ে যায়।

https://www.path-2-happiness.com/bn

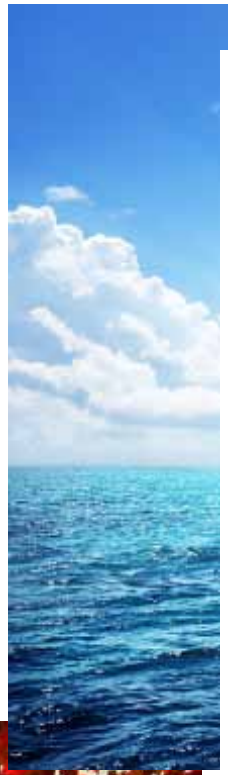

অস্তিত্বের বড় বড় বাস্তবতার ছায়ায় শান্তির খোঁজ

এতে কোন সন্দেহ নেই যে,জ্ঞানী বা ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি মাত্রই বিশ্বাস করে যে মানুষকে শান্তির পথে পৌঁছতে হলে অবশ্যই অস্তিত্বের বড় বড় বাস্তবতা বুঝতে হবে। এজন্য তাকে অস্তিত্বের প্রধান প্রধান বিষয় তথা জীবন, জগত ও মানুষ সম্পর্কে সঠিক চিন্তাধারার মাধ্যমে শান্তির পথ খুঁজতে হবে।

১- মানুষ

কোন বস্তু থেকে সৃষ্টি?!

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তিনি তো তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা, অতঃপর শুক্রবিন্দু দ্বারা, অতঃপর জমাট রক্ত দ্বারা, অতঃপর তোমাদেরকে বের করেন শিশুরূপে, অতঃপর তোমরা যৌবনে পদর্পণ কর, অতঃপর বার্ধক্যে উপনীত হও। তোমাদের কারও কারও এর পূর্বেই মৃত্যু ঘটে এবং তোমরা নির্ধারিত কালে পৌঁছ এবং তোমরা যাতে অনুধাবন কর।} [সূরা আল মু'মিন, আয়াতঃ ৬৭]

হ্যাঁ.... তার মূল হলো মাটি আর তুচ্ছ পানি। আর তার পরিণতি হলো নিষ্প্রাণ লাশ। সে তার মাঝে অপবিত্রতা বহন করে বেড়ায়। তার শরীর থেকে যা বের হয় তাও নোংরা ও অপবিত্র জিনিস। এতদসত্বেও সে তার প্রতিপালকের ব্যাপারে ঝগড়াটে, কত অকৃতজ্ঞ!! আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {মানুষ ধ্বংস হোক, সে কত অকৃতজ্ঞ! তিনি তাকে কি বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন? শুক্র থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে সুপরিমিত করেছেন। অতঃপর তার পথ সহজ করেছেন, অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান ও কবরস্থ করেন তাকে, এরপর যখন ইচ্ছা করবেন তখন তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন।} [সূরা আবাসাঃ ১৭-২২]

তথাপিও সে অন্যান্য সৃষ্টিকূল থেকে সম্মানিত, আল্লাহ তায়া'লা ফেরেশতাদেরকে তাদের পূর্বপুরুষ আদম [আঃ]

জীবন অসহনীয়

"তিনি আত্মহত্যার আগে শেষ চিঠিতে লিখেছেন জীবন অসহনীয়!! আমাকে ক্ষমা করো"।

ডালিডা
বিশ্ব বিখ্যাত গায়িকা

https://www.path-2-happiness.com/bn

কে সিজদা করতে বলেছেন। তার জন্য জমিন, পশু পাখি সব কিছু অধীনস্থ করে দিয়েছেন। তাকে জ্ঞান দান করে সম্মানিত করেছেন, যা তাকে এক আলাদা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ও বিস্ময়কর করেছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি; তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।} [সূরা বনী ইসরাঈলঃ ৭০]

অতএব মানুষের মূল উপাদান উক্ত দুটি জিনিসের [তুচ্ছ বস্তু হতে সৃষ্টি এবং আল্লাহ তাআলা কর্তৃক সম্মানিত করা] ভাবনা ও চিন্তা ছাড়া বুঝা যাবেনা। এ চিন্তা তার বিশ্বাসের মাঝে সমতা আনয়ন করে, সে যে ইজ্জত-সম্মান, ধন-সম্পদ, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদি যা কিছুই অর্জন করুক না কেন তার সব কিছুই মহান আল্লাহ তায়া'লার দয়া ও করুনা ছাড়া কিছুই না। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তোমাদের কাছে যে সমস্ত নেয়ামত আছে, তা আল্লাহরই পক্ষ থেকে। অতঃপর তোমরা যখন দুঃখে-কষ্টে পতিত হও তখন তাঁরই নিকট কান্নাকাটি কর।} [সূরা নাহলঃ ৫৩]

মানুষ নিজস্ব সত্তায় এক পিণ্ড মাংস ও কিছু হাড্ডি ছাড়া আর কিছু না। উপকারী ইলম ও সৎকর্ম তাকে সংস্কার ও সভ্য করে সম্মানিত করে তোলে। তার দুর্বলতা ও অক্ষমতা সত্বেও মহান আল্লাহ তায়া'লা তাকে এমন এক মহিমান্বিত আমানত বহনের জন্য উপযোগী করে তোলেন যে আমানত তার চারপাশের অন্যান্য সব সৃষ্টিকূল গ্রহণ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি আকাশ পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে এই আমানত পেশ করেছিলাম, অতঃপর তারা একে বহন করতে অস্বীকার করল এবং এতে ভীত হল; কিন্তু মানুষ তা বহণ করল। নিশ্চয় সে জালেম-অজ্ঞ।} [সূরা আহযাবঃ ৭২]

উক্ত দুটি হাকিকতের মাঝে সমতার ব্যাপারে মানুষ যখন তার ঈমান ভঙ্গ করে, তখন হয়ত তার মন প্রথম হাকিকতের দিকে তাকাবে, তখন সে নিজেকে নিছক একটা শরীর, নোংরা আবর্জনা ও খেল তামাশা, খামখেয়ালীপনা দেখতে পাবে যার কোন লক্ষ্য উদ্দেশ্য নেই। তখন সে অন্যান্য জীব জন্তুর ন্যায় আনন্দ উল্লাস ও মজা করবে। এভাবে সে নিজেকে হীন ও অপমানিত করবে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আর যারা কাফের,তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুস্পদ জন্তুর মত আহার করে। তাদের বাসস্থান জাহান্নাম।} [সূরা মুহাম্মদঃ ১২]

অথবা সে যদি শুধু তার দ্বিতীয় হাকিকতের দিকে তাকায় তখন তা তার আকল বা বিবেকের সীমালঙ্ঘন করে। তখন সে মহান আল্লাহ তায়া'লার দিকেপ্রত্যাবর্তনকে ভুলে অহংকার ও সীমালঙ্ঘনের পথে পা বাড়ায়। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {সত্যি সত্যি মানুষ সীমালংঘন করে, এ কারণে যে, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার দিকেই প্রত্যাবর্তন হবে।} [সূরা আলাকঃ ৬-৮]

অতএব মানুষ নিজের সম্পর্কে জানা উচিত, সে নিজে নিজের সাথে চিন্তা ভাবনা করা উচিত। মানুষের দুর্দশা ও কষ্টের অন্যতম কারণ হলো সে নিজেকে জানেনা এবং সমাজে তার অবস্থান কোথায় সে তা জানেনা। সে কে? তার প্রকৃত মর্যাদা কি? তার কি করা উচিত? ইত্যাদি জানেনা।

পরিপূর্ণ সমাধান

"ইসলামী শিক্ষা চর্চার মাধ্যমে মানুষের মানব প্রকৃতি ও প্রকৃত মানবিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। সে তার স্বত্বাকে চিনতে পারে। ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা আমার দিশেহারা সব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিয়েছে"।

রোজ মারি হাউ

ইংরেজ মহিলা সাংবাদিক

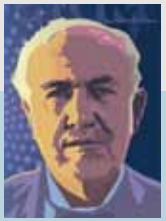

স্বীয় ক্ষমতা জানুন

"যদিও মানুষের কাছে তার মর্যাদা সাধারণ হোক, কাজ কর্ম স্বল্প হোক, কিন্তু তিনি- অ্যাডিসন, যিনি স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল -তার নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন তার উদ্ভাবনের মাঝে। মানবজাতির কল্যাণে তার অবদান অপরিসীম। আসল কথা হলো তুমি নিজের সাথে নিজে সন্ধি করো, যাতে তুমি নিজে সুখী হতে পারো এবং তুমি নিজেই তোমার মর্যাদা ও দক্ষতা বুঝতে পারো"।

স্বীয় ক্ষমতা জানুন

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যঃ

আল্লাহ তায়া'লা সমস্ত অস্তিত্বশীল জিনিস সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্টি অনর্থক ও বিফল নয়। তিনি অনর্থক কাজ করা থেকে মহাপবিত্র। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না? অতএব শীর্ষ মহিমায় আল্লাহ, তিনি সত্যিকার মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক।}[সূরা মু'মিনুনঃ ১১৫-১১৬]

তিনি সৃষ্টিকূলকে তাঁর পূর্নাংগ ইবাদত করতে সৃষ্টি করেছেন। তাদের সমস্ত কাজ কর্ম, খেলাধুলা, আনন্দ বিনোদন ইত্যাদিসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইবাদত শামিল। ইবাদত শুধু নিদর্শন ও চিহ্নগত অর্থে নয়, বরং সামগ্রীক অর্থে জীবনের সবক্ষেত্রেই তাঁর ইবাদত করা। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।}[সূরা যারিয়াতঃ ৫৬]

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এ বাস্তবতা জানেনা, সে অজ্ঞতার মাঝে দুর্বিপাক খায়, সন্দেহ, হয়রানিতে ভোগে, ফলে জীবনে দুঃখ-দুর্দশায় পতিত হয়। তখন তার কাছে সুখ ও ইবাদত ভিন্ন হয়ে যায়, তার পার্থিব জীবন থেকে ইবাদত ছিন্ন হয়ে যায়, ফলে আখেরাত থেকে দুনিয়া আলাদা হয়ে যায়। অথচ আল্লাহ তায়া'লা আসমান ও জমিনেরর সব সৃষ্টিকূল তার অধীনস্থ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {এবং আয়ত্বাধীন করে দিয়েছেন তোমাদের, যা আছে নভোমন্ডলে ও যা আছে ভূমন্ডলে; তাঁর পক্ষ থেকে। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।}[সূরা জাসিয়াঃ ১৩]

মানুষের বুঝা উচিত যে, সে তার প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহ তায়া'লার পক্ষ থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য এ পৃথিবীতে খলিফা হিসেবে প্রেরিত। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন এবং একে অন্যের উপর মর্যাদা সমুন্নত করেছেন, যাতে তোমাদের কে এ বিষয়ে পরীক্ষা করেন, যা তোমাদেরকে দিয়েছেন। আপনার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তি দাতা এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু।}[সূরা আন'আমঃ ১৬৫]

২- জীবন

মানুষ তার অস্তিত্বের প্রকৃত স্বরূপ জানলে সে নিজেই জীবনের প্রকৃত অবস্থা জানতে চিন্তা গবেষণা করবে, কেননা তাকে এ স্বভাব প্রকৃতি দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে। জীবনই মানুষের মৌলিক জিনিস, দুনিয়ার সমস্ত মজা, আনন্দ আয়েশ এর দ্বারাই হয়। জীবনের উপর নির্ভর করেই মানুষের অন্তর যা করতে আগ্রহী ও যেসব জিনিসের দিকে ঝোঁকে সে সব কাজ করার আকাংখা হয়। তাহলে জীবনের উদ্দেশ্য কি?! জীবন মরণ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো মানুষকে পরীক্ষা করা, কে তাদের মাঝে কর্মে শ্রেষ্ঠ তা জানা। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন-কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়।}[সূরা মুলকঃ ২]

ইহাই হলো মানুষের প্রকৃত অবস্থা। কিন্তু অধিকাংশ লোকই ইহা জানেনা। হ্যাঁ.. ইহাই দুনিয়ার জীবনের হিকমত। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {পার্থিব জীবনের উদাহরণ তেমনি, যেমনি আমি আসমান থেকে পানি বর্ষন করলাম, পরে তা মিলিত সংমিশ্রিত হয়ে তা থেকে যমীনের শ্যামল উদ্ভিদ বেরিয়ে এল যা মানুষ ও জীব-জন্তুরা খেয়ে থাকে। এমনকি যমীন যখন সৌন্দর্য সুষমায় ভরে উঠলো আর যমীনের অধিকর্তারা ভাবতে লাগল, এগুলো আমাদের হাতে আসবে, হঠাৎ করে তার উপর আমার নির্দেশ এল রাত্রে কিংবা দিনে, তখন সেগুলোকে কেটে স্তুপাকার করে দিল যেন কাল ও এখানে কোন আবাদ ছিল না। এমনিভাবে আমি খোলাখুলি বর্ণনা করে থাকি নিদর্শণসমূহ সে সমস্ত লোকদের জন্য যারা লক্ষ্য করে।}[সূরা ইউনুসঃ ২৪]

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তাদের কাছে পার্থিব জীবনের উপমা বর্ণনা করুন। তা পানির ন্যায়, যা আমি আকাশ থেকে নাযিল করি। অতঃপর এর সংমিশ্রণে শ্যামল সবুজ ভূমিজ লতা-পাতা নির্গত হয়; অতঃপর তা এমন শুস্ক চুর্ণ-বিচুর্ণ হয় যে, বাতাসে উড়ে যায়। আল্লাহ এ সবকিছুর উপর শক্তিমান।} [সূরা কাহফঃ ৪৫]

আমরা যে জীবনে জীবিত আছি তা অতিক্রম করার পথ, স্থায়ী সময় নয়। ইহা আখেরাতের জীবনের সাঁকো। পার্থিব জীবনেই মানুষের জীবন শেষ হবেনা। পরকালে আসল জীবন রয়েছে। পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, সাজ-সজ্জা ও পারস্পরিক অহমিকা ব্যতীত আর কিছু নয়। যেমন আল্লাহ তায়া'লা বলেছেনঃ {তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন ও জনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু নয়, যেমন এক বৃষ্টির অবস্থা, যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও, এরপর তা খড়কুটা হয়ে যায়। আর পরকালে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ বৈ কিছু নয়।} [সূরা হাদীদঃ ২০]

উপরোক্ত আয়াতে কারীমা দুনিয়ার যাবতীয় জীবনকে দুর্বল, তুচ্ছ ও মূল্যহীন হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। মানবাত্মাকে এর অনেক উর্ধ্বে তুলে ধরেছে। দুনিয়াকে আখেরাতের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। দুনিয়াকে যদি আলাদাভাবে তার বৈশিষ্ট্যাবলী ও নিজস্ব

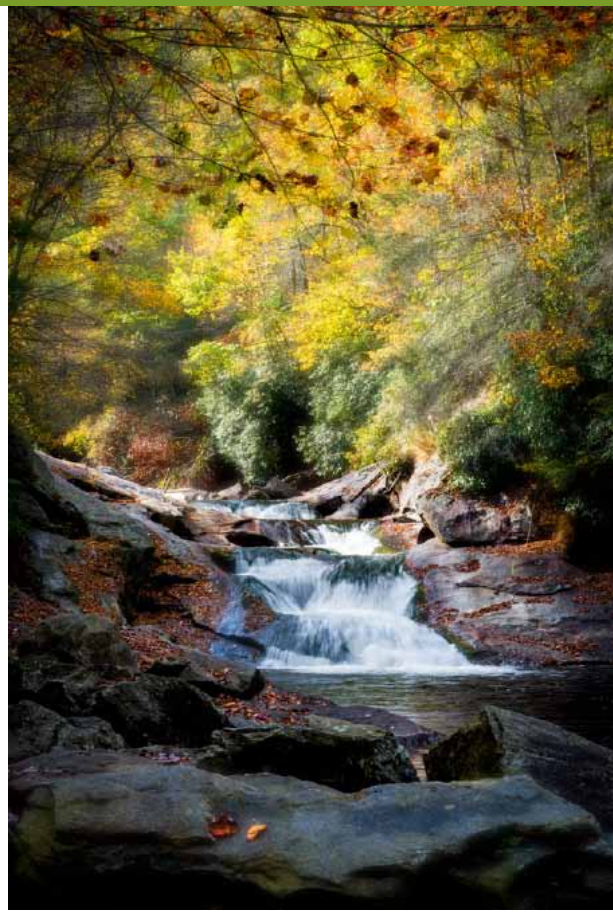

পরিমাপে পরিমাপ করা হয় তবে একে অনেক বড় ব্যাপার মনে হবে। আর একে যদি আখেরাতের পরিমাপে মাপা হয় তবে একে খুবই সামান্য, নগণ্য, ক্রীড়া-কৌতুক,সাজ-সজ্জা,পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন ও জনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছুই মনে হবেনা। ইহাই সমস্ত বাহ্যিক বড় বড় জিনিসের অন্তর্নিহীত বাস্তবতা। হ্যাঁ... ইহাই দুনিয়ার জীবনের বাস্তবতা.....। ইহাই প্রকৃত অবস্থা যখন মানুষের অন্তর গভীরভাবে বাস্তবতা জানতে চিন্তাভাবনা করবে। তবে দুনিয়ার জীবনের এ বাস্তবতাকে পবিত্র কোরআন আলাদা বা ছিন্ন করতে বলেনি, পৃথিবী আবাদ ও দুনিয়ার পরিচালনাকে গুরুত্বহীন বা অবমূল্যায়ন করতে বলেনি। কোরআন শুধু মানুষের অনুভুতি, মানসিক মূল্যায়নকে সঠিক করার উদ্দেশ্য নিয়েছে, দুনিয়ার ক্ষনস্থায়ী ভোগলিবাস ও আকর্ষণের চাকচক্যের উপরে উঠতে বলেছে। কেননা দুনিয়া শুধুমাত্র একটি সেতু যার উপর দিয়ে সমস্ত সৃষ্টিকূল আখেরাতের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এ দুনিয়া খুবই ক্ষুদ্র ও ক্ষণস্থায়ী যা চিরস্থায়ী আখেরাতের তুলনায় কিছুই না। যেখানে মানুষ তার প্রতিদান পাবে। এছাড়া চিরস্থায়ী আখেরাতের ফলাফল মানুষের দুনিয়ার জীবনের উপরই নির্ভর করে। অতএব দুনিয়া সর্বদাই পরীক্ষার জায়গা। এখানে ভোগ বিলাস, আনন্দ-মজা বা দুঃখ কষ্ট, ব্যথা বেদনা ও দুর্দশা সব কিছুই সামান্য কয়েক দিনের জন্য, যা অতি দ্রুতই শেষ হয়ে যাবে। তার চিরস্থায়ী ঠিকানা নির্ধারনে সমস্ত আমলনামাই

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

কিয়ামতের দিনে দাড়িপাল্লায় ওজন করা হবে। তাহলে তুমি কবরে কি নিয়ে যাচ্ছ? আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ হয়ে এসেছ,আমি প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছিলাম,তা পশ্চাতেই রেখে এসেছ। আমি তো তোমাদের সাথে তোমাদের সুপারিশকারীদের কে দেখছি না। যাদের সম্পর্কে তোমাদের দাবী ছিল যে,তারা তোমাদের ব্যাপারে অংশীদার। বাস্তবিকই তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমাদের দাবী উধাও হয়ে গেছে।} [সূরা আন'আমঃ ৯৪]

অধিকাংশ মানুষের কি হলো তারা এ প্রকৃত অবস্থা থেকে গাফিল! ইহাই আল্লাহ তায়া'লা বলেছেনঃ {তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক জানে এবং তারা পরকালের খবর রাখে না।} [সূরা রূমঃ ৭]

এটা কিভাবে সম্ভব! যারা পার্থিব জীবনেই সন্তুষ্ট থাকে আর তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ প্রত্যাশা করেনা?! আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {অবশ্যই যেসব লোক আমার সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখে না এবং পার্থিব জীবন নিয়েই উৎফুল্ল রয়েছে, তাতেই প্রশান্তি অনুভব করেছে এবং যারা আমার নির্দশনসমূহ সম্পর্কে বেখবর। এমন লোকদের ঠিকানা হল আগুন সেসবের বদলা হিসাবে যা তারা অর্জন করছিল।} [সূরা ইউনুসঃ ৭-৮]

কি অবস্থা হবে তাদের যারা পরকালের উপর দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়?!! আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তখন যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে, এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত।} [সূরা নাজিয়াতঃ ৩৭-৪১]

হ্যাঁ, কেননা তারা স্বীয় ধর্মকে তামাশা ও খেলা বানিয়ে নিয়েছে এবং পার্থিব জীবন তাদের কে ধোকায় ফেলে রেখেছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তারা স্বীয় ধর্মকে তামাশা ও খেলা বানিয়ে নিয়েছিল এবং পার্থিব জীবন তাদের কে ধোকায় ফেলে রেখেছিল। অতএব, আমি আজকে তাদেরকে ভুলে যাব; যেমন তারা এ দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিল এবং যেমন তারা আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করত।} [সূরা আ'রাফঃ ৫১]

হ্যাঁ, যেহেতু তারা এর বিনিময়ে বক্রতা অন্বেষণ করে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যারা পরকালের চাইতে পার্থিব জীবনকে পছন্দ করে; আল্লাহর পথে বাধা দান করে এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করে, তারা পথ ভুলে দূরে পড়ে আছে।} [সূরা ইবরাহীমঃ ৩]

এর অর্থ এটা নয় যে, দুনিয়ার জীবনকে অবজ্ঞা করে জ্ঞান বিজ্ঞান ও কাজ কর্মের দ্বারা পৃথিবীর পরিচালনা ও আবাদ ছেড়ে দিয়ে বৈরাগ্য ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করবে আর মউতের অপেক্ষা করবে। এটা কখনও নয়... বরং উত্তম পথ হলো দুনিয়াকে সাথে নিয়েই চলা ও কাজ কর্ম করা যেভাবে আল্লাহ তায়া'লা বলেছেনঃ {আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তদ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর, এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না। তুমি অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ অনর্থ সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না।} [সূরা কাসাসঃ ৭৭]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে, তা পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা বৈ নয়। আর আল্লাহর কাছে যা আছে, তা উত্তম ও স্থায়ী। তোমরা কি বোঝ না?} [সূরা কাসাসঃ ৬০]

এসব পরিপূরক চিন্তাভাবনা মানুষের কাছে জীবনকে অনেক মূল্যবান জিনিস করে তুলে যা তাকে বিনিয়োগ করা ও কাজে লাগানো অত্যাবশ্যকীয় করে। মৌলিকভাবে ইহা পরকালের স্থায়ী সুখ শান্তির জীবনের সেতু হওয়ার বেশি গুরুত্ব রাখেনা। আর দুনিয়ার সৌন্দর্য, চাকচিক্য ইত্যাদি যা কিছু আছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা বৈ কিছু নয়। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

প্রশ্ন করো... কোরআন তোমার উত্তর দিবে

"আমি কোরআন নিয়ে গবেষণা করেছি, ফলে এতে জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছি"।

মাইক টাইসন

বিশ্ববিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা

{মানবকূলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী,সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব,গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আল্লাহর নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়।}[সূরা আলে ইমরানঃ ১৪]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূহ আপনার পালনকর্তার কাছে প্রতিদান প্রাপ্তি ও আশা লাভের জন্যে উত্তম।}[সূরা কাহফঃ ৪৬]

ইহার সুন্দর ব্যবহার জানলে প্রকৃত পক্ষে কেউ একে অপছন্দ করতে পারেনা। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আপনি বলুনঃ আল্লাহর সাজ-সজ্জাকে, যা তিনি বান্দাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র খাদ্রবস্তুসমূহকে কে হারাম করেছে? আপনি বলুনঃ এসব নেয়ামত আসলে পার্থিব জীবনে মুমিনদের জন্যে এবং কিয়ামতের দিন খাঁটিভাবে তাদেরই জন্যে। এমনিভাবে আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি তাদের জন্যে যারা বুঝে।}[সূরা আ'রাফঃ ৩২]

এ ভাবনা ও বিশ্বাসই একজন মুসলমানকে দুনিয়ার ভোগ বিলাস ও পার্থিব অংশ ব্যবহারে পরিচালিত করে। সে সর্বদা বিশ্বাস করে যে, সে যা কিছুর মালিক তা অস্থায়ী। সে সর্বদা অপচয় ব্যতীত এগুলো ভোগ করে। তার অভ্যন্তরীণ বিশ্বাস থাকে যে, দুনিয়ার যা কিছুর সে মালিক তা তার হাতের মুঠোয়, অন্তরের মাঝে তার স্থান নয়। তার থেকে যা ছুটে যায়, বা যে সব বিপদ আপদ আসে তা তার ক্ষতি করতে পারেনা। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে না; কিন্তু তা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। এটা এজন্যে বলা হয়, যাতে তোমরা যা হারাও তজ্জন্যaে দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তজ্জন্যে উল্লসিত না হও। আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।}[সূরা হাদীদঃ ২২-২৩]

এভাবে মুসলমান আনন্দ, ভোগ-বিলাস ও সৌন্দর্য উপভোগ করে, সাথে সাথে তার জন্য মহান আল্লাহ তায়া'লার পক্ষ থেকে রয়েছে প্রতিদান। তার কাছে দুনিয়া আখেরাতের সাথে সম্পৃক্ত, দৈহিক ও শারীরিক আনন্দ উপভোগ অন্তরের আনন্দের সাথে যুক্ত, দুনিয়ার ভোগের মাধ্যমে অর্জিত সুখ শান্তি তার অভ্যন্তরীণ পরিতুষ্টি ও প্রশান্তির সাথে সম্পৃক্ত।

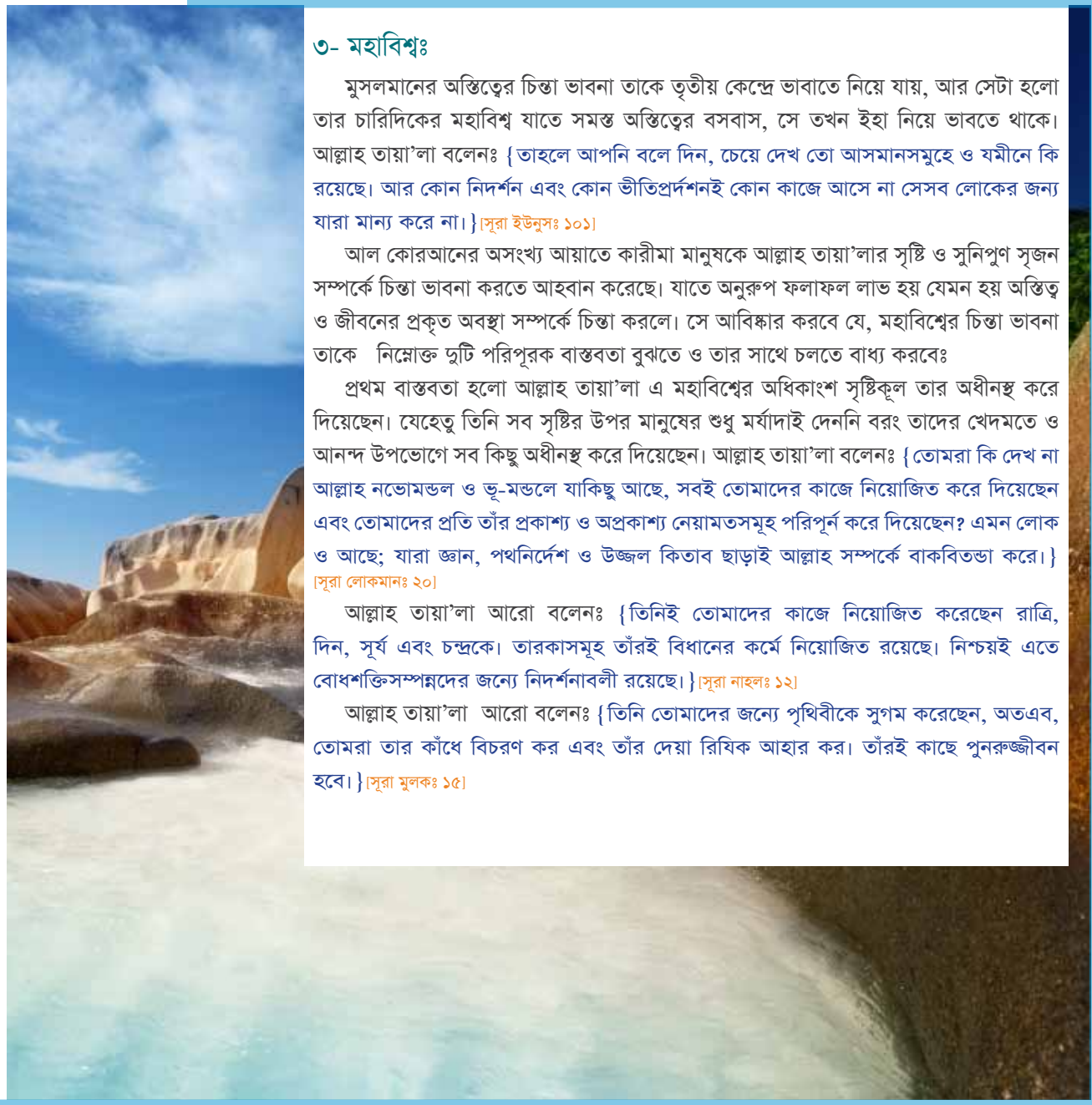

৩- মহাবিশ্বঃ

মুসলমানের অস্তিত্বের চিন্তা ভাবনা তাকে তৃতীয় কেন্দ্রে ভাবাতে নিয়ে যায়, আর সেটা হলো তার চারিদিকের মহাবিশ্ব যাতে সমস্ত অস্তিত্বের বসবাস, সে তখন ইহা নিয়ে ভাবতে থাকে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তাহলে আপনি বলে দিন, চেয়ে দেখ তো আসমানসমুহে ও যমীনে কি রয়েছে। আর কোন নিদর্শন এবং কোন ভীতিপ্রর্দশনই কোন কাজে আসে না সেসব লোকের জন্য যারা মান্য করে না।}[সূরা ইউনুসঃ ১০১]

আল কোরআনের অসংখ্য আয়াতে কারীমা মানুষকে আল্লাহ তায়া'লার সৃষ্টি ও সুনিপুণ সৃজন সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করতে আহবান করেছে। যাতে অনুরুপ ফলাফল লাভ হয় যেমন হয় অস্তিত্ব ও জীবনের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করলে। সে আবিষ্কার করবে যে, মহাবিশ্বের চিন্তা ভাবনা তাকে নিম্নোক্ত দুটি পরিপূরক বাস্তবতা বুঝতে ও তার সাথে চলতে বাধ্য করবেঃ

প্রথম বাস্তবতা হলো আল্লাহ তায়া'লা এ মহাবিশ্বের অধিকাংশ সৃষ্টিকূল তার অধীনস্থ করে দিয়েছেন। যেহেতু তিনি সব সৃষ্টির উপর মানুষের শুধু মর্যাদাই দেননি বরং তাদের খেদমতে ও আনন্দ উপভোগে সব কিছু অধীনস্থ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তোমরা কি দেখ না আল্লাহ নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যাকিছু আছে, সবই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামতসমূহ পরিপূর্ন করে দিয়েছেন? এমন লোক ও আছে; যারা জ্ঞান, পথনির্দেশ ও উজ্জল কিতাব ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বাকবিতন্ডা করে।}[সূরা লোকমানঃ ২০]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {তিনিই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি, দিন, সূর্য এবং চন্দ্রকে। তারকাসমূহ তাঁরই বিধানের কর্মে নিয়োজিত রয়েছে। নিশ্চয়ই এতে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।}[সূরা নাহলঃ ১২]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে সুগম করেছেন, অতএব, তোমরা তার কাঁধে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক আহার কর। তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে।}[সূরা মুলকঃ ১৫]

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

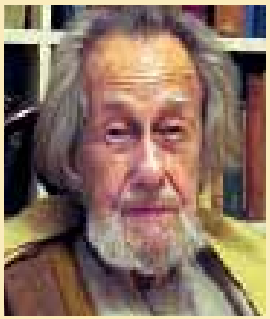

মানবতার ধর্ম

"আমার পুরা জীবনে নিজের যে স্বত্বা হারিয়েছি তা আমি ইসলামে পেয়েছি। সে সময় আমি প্রথম অনুভব করেছি যে, আমি একজন মানুষ। ইহা এমন এক ধর্ম যা মানুষকে তার মূল প্রকৃতির দিকে ফিরে নিয়ে যায়। কেননা ইসলাম মানুষের স্বভাব প্রকৃতির সাথে একমত"।

মার্টিন লিঙ্গ

ইংরেজ চিন্তাবিদ

মহাবিশ্বকে যে মানুষের জন্য অধীনস্থ করে দিয়েছে সে ব্যাপারে মুসলমান কোরআনে অনেক আয়াতে স্পষ্ট দলিল প্রমাণ পাবে। এতে মহাবিশ্বের প্রতি নতুন করে ভাবনা চিন্তা করার সূক্ষ্ম ইশারা রয়েছে। এবং নানা বিপর্যয় ও দুর্যোগে ধৈর্যহারা হতে নিষেধ করার অন্তর্দর্শন রয়েছে। প্রকৃতি সর্বদা দুর্বল মানুষের সাথে বিরোধে লিপ্ত নয়। আবার মানুষও সর্বদা প্রকৃতির উপর জয়লাভ করতে বিরোধে লিপ্ত নয়।

আর দ্বিতীয় বাস্তবতা হলোঃ মহাবিশ্বের সব রহস্য এখনও মানুষের কাছে আবিষ্কৃত নয়। ইহাকে মানুষের অধীনস্থ করে দেয়ার পরেও এতে অনেক জীব ও প্রাণী রয়েছে যা মানুষের অনুধাবনের বাহিরে বা তাদের উপর কর্তৃত্ব করতে অক্ষম। যেমনঃ মহাবিশ্বে অসংখ্য ফেরেশতা ও জ্বীন জাতির বিচরণ। এতে আরো অনেক সৃষ্টি রয়েছে যা মানুষের পক্ষে এর প্রকৃত অবস্থা অজানা অথবা সে এর অস্তিত্ব সম্পর্কেই অজ্ঞ। এ মহাবিশ্বে মানুষের অস্তিত্ব নিছক একটি ছোট পরমাণুর মতই, যা বড় বড় সৃষ্টির সামনে অনুল্লেখযোগ্য প্রায়।

উপরোক্ত দুটি বাস্তবতা মহাবিশ্ব সম্পর্কে মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিপূর্ণ করে। সে সমস্ত সৃষ্টির মাঝে তার মর্যাদা বুঝতে পারে, যেহেতু আল্লাহ তায়া'লা তাকে সৃষ্টির মূল কেন্দ্রবিন্দু করেছেন, অন্যান্য সৃষ্টিকূল তার অধীনস্থ করেছেন। একই সময় সে জানে যে আরো অনেক কিছুর প্রকৃত রহস্য তার সামনে অজ্ঞাত। তার ক্ষমতা ও সক্ষমতা যতই উচ্চে পৌঁছুক, সে কখনও সে সবের ধারে কাছেও যেতে পারবেনা।

আর মানুষের চারপাশে বিদ্যমান অন্যান্য জিনিসের সাথে তার সম্পর্ক হলো সুসংগঠিত ও গভীর শিষ্টাচারীতায় শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত। অতঃএব যারা চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে বিশৃঙ্খলার জীবন যাপন করে তারা দুর্ভোগ, দুর্দশা, কষ্টে থাকে, না পারে একে ছেড়ে চলে যেতে, আর না পারে ইহার সঙ্গে মিলে চলতে। কেননা তাদের সম্পর্ক হলো অসম ও বিশৃঙ্খল। ফলে তাদের সম্পর্ক স্বার্থপরতা,খলতা, খারাপ অনুমান,ষড়যন্ত্র এবং অপরের অনিষ্টতা ইত্যাদির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ সব কিছু মানুষকে অসুখী ও অসন্তুষ্ট করে তোলে। তাকে মানসিক টেনশন, উত্তেজনা ও কঠিন কষ্টে ভোগায়। সে সর্বদা টেনশন ও উত্তেজনায় থাকে। তাহলে কোথা থেকে তার সুখ শান্তি ও আরাম আয়েশ আসবে?! আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {সমান নয় ভাল ও মন্দ। জওয়াবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শুত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। এ চরিত্র তারাই লাভ করে, যারা সবর করে এবং এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা অত্যন্ত ভাগ্যবান।} [সূরা হা-মীম সিজদা, আয়াতঃ ৩৪-৩৫]

অন্যদিকে যে সব মানুষ তার জীবনকে সুশৃঙ্খল করেছে ও অন্যান্যের সাথে তার সম্পর্ক অধিকার ও দায়িত্ব কর্তব্যের ভিত্তিতে গড়েছে, সে সর্বদা তার দায়িত্ব পালন করে। অধিকার আদায়ে সহজতা করে, তার প্রতিপক্ষের ভুলত্রুটি মার্জনা করে । নিঃসন্দেহে সে একজন সুখী মানুষ। মানুষের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে মায়া মমতা শ্রেষ্ঠ পন্থা। মায়া মমতা হলো ভালবাসা, অন্তরঙ্গতা এবং ব্যাকুল কামনা। এ সব কিছুই মানুষের সুস্থ স্বভাব-প্রকৃতি।

সম্মান ও আখলাকের ধর্ম

"এজন্য ইসলামের আঙ্গিনায় ও ছায়াতলে শান্তি অনুভব করতে আমি ইসলামকে নির্বাচিত করেছি.....হ্যাঁ আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি অনুভব করেছি ও বুঝেছি যে, ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা রূহ ও শরীর বা দেহ ও আত্মার মাঝে বিচ্ছিন্ন করেনা। আমার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, ইহা পুতঃপবিত্র ধর্ম, ইহা সচ্চরিত্রের দিকে ডাকে, মানুষের সম্মানের দিকে আহবান করে এবং তা আঁকড়িয়ে ধরতে বলে । এ কারণেই আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দাহ ও রাসুল। এবং এ অবস্থার উপরই আমি আমার প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবো"।

ভ্যানন মুস্যেট

ফরাসি চিন্তাবিদ

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

সৌভাগ্যের পথ.... মানুষের নিজের সাথে, জীবন ও মহাবিশ্বের সাথে সামঞ্জস্যবিধান করাঃ

এ বিশ্বাসে মানুষ তার সৃষ্টিকর্তার সাথে, নিজের ও তার চারপাশের মহাবিশ্বের সাথে সামঞ্জস্যবিধান করে চলে। সে প্রথমেই আল্লাহর ইবাদতের হাকিকত জানতে পারে, তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব কর্তব্য আদায় করে। দ্বিতীয়ত সে নিজের এ মর্যাদা বুঝতে পারে যে, আল্লাহ তায়া'লা তাকে অন্যান্য সৃষ্টির সেরা করেছেন, সব সৃষ্টি তার অধীনস্থ করেছেন। তাকে যে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সেখানে ফিরে যাওয়ার পূর্বে জমিনে তাকে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। এ পৃথিবীর আবাদ কাজ তার উপর অর্পিত। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তিনিই যমীন হতে তোমাদেরকে পয়দা করেছেন, তন্মধ্যে তোমাদেরকে বসতি দান করেছেন। অতএব; তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর অতঃপর তাঁরই দিকে ফিরে চল আমার পালনকর্তা নিকটেই আছেন, কবুল করে থাকেন; সন্দেহ নেই।} [সূরা হুদঃ ৬১]

সে আরো দায়িত্বপ্রাপ্ত যে, শরিয়তের সীমারেখা মেনে ও প্রয়োজন অনুসারে নিজের ইচ্ছেগুলো পূরণ করবে। স্রষ্টা, আত্মা ও মহাবিশ্ব সম্পর্কে যখন আমাদের এ ধারণা ও বিশ্বাস হবে তখন স্বভাবতই আমাদের সামনে কতিপয় ফলাফল এসে দাঁড়াবে, যা আমরা উক্ত ধারণার বাস্তবতা থেকে পেয়ে যাই। মানুষ যখন উক্ত হাকিকতগুলো জানতে পারবে, তখন সে স্বভাবতই বুঝবে যে, ইহ ও পরকালীন সুখ শান্তি আল্লাহ তায়া'লার সন্তুষ্টি, তার আদেশ মানা ও নিষেধ থেকে বিরত থাকার মধ্যেই নিহিত। এতে শারীরিক ও আত্মিক চাহিদার মাঝে সমতা বাস্তবায়িত হবে। ব্যক্তি ও সমষ্টির চাহিদা, দুনিয়া ও আখেরাতের আবাদের মাঝে সমতা আসবে। দুনিয়াতে সে সুখে শান্তিতে থাকবে – সুখ যতই কম হোক না কেন-। কেননা দুনিয়া হলো পরিশ্রম, কর্ম ও পরীক্ষার স্থান। আর আখেরাত হলো হিসেবের স্থান। যে ব্যক্তি সেখানে সফল হবে সেই চিরকাল পূর্ণ সুখ ও সৌভাগ্য লাভ করবে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন তাদের পরওয়ারদেগার স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, সেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী শান্তি। তথায় তারা থাকবে চিরদিন। নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে আছে মহাপুরস্কার।} [সূরা তাওবাঃ ২১-২২]

ইসলামের নিয়ামত

"মানুষ দুনিয়াতে যে সব নিয়ামত ভোগ করে তার মধ্যে আল্লাহ তায়া'লা ইসলামের জন্য তার অন্তরকে সম্প্রসারিত করে দেয়ার চেয়ে বড় কোন নিয়ামত নাই। ফলে সে আল্লাহর হিদায়েতের আলোয় দুনিয়া ও আখেরাতের বাস্তবতা দেখতে পায়, বাতিল থেকে হককে, দুঃখ দুর্দশার পথ থেকে সুখ-শান্তির পথ পার্থক্য করতে পারে। আমি আল্লাহর দরবারে সিজদায় নত হয়ে তার এ মহা নিয়ামতের জন্য শুকরিয়া আদায় করি, তিনি আমাকে এ নিয়ামত দান করেছেন, যাতে আমার অন্তর প্রকৃত সুখে পূর্ণ হয়ে গেছে। ইহা আমাকে বিস্তৃত ডালপালাবিশিষ্ট নানা ফলদায়ক বিশাল বৃক্ষের ছায়াতলে থাকার সুযোগ দিয়েছে। ইহা হলো ইসলামের বিস্তৃত ডালপালাবিশিষ্ট বিশাল পরিবার, ইসলামী ভ্রাতৃত্ব"।

মার্শাল মাইকেলেঞ্জেলো

ব্রিটিশ অভিনেত্রী

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

দুনিয়া ও আখেরাতে মানবিক শান্তি, আশ্বস্তি অনুভব ও সুন্দর পবিত্রতম জীবন লাভের জন্য অবশ্যই আল্লাহর উপর ঈমান আনতে হবে ও সৎকাজ করতে হবে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমাণদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরষ্কার দেব যা তারা করত।} [সূরা নাহলঃ ৯৭]

https://www.path-2-happiness.com/bn

সৌভাগ্যের পথের নিদর্শনসমূহ

প্রকৃত সৌভাগ্যের পথ চিনতে, যে পথ আল্লাহর প্রতি ঈমানের পথ, আমাদেরকে কতিপয় নিদর্শন ও চিহ্ন বর্ণনা করা দরকার, যাতে চলার পথে আমরা প্রশান্তি ও উঁচু সাহসিকতা পাইঃ

১- ইহা আল্লাহ তায়া'লার পথঃ

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ। অতএব, এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তা হলে সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযত হও।} [সূরা আন'আমঃ ১৫৩]

অতএব, সুখ ও সৌভাগ্যের পথ হলো বান্দাহর জন্য আল্লাহ তায়া'লার বর্ণনাকৃত পথ। -তিনিই অধিক জ্ঞাত কিসে তাদের কল্যাণ রয়েছে-। নির্বিঘ্নে বলা যায় যে, হতভাগা ও দুঃখী সেই যে আল্লাহর পথ ছেড়ে দেয়, মানব রচিত বিভিন্ন পথে সুখ অন্বেষণ করে। আল্লাহর রাস্তা ছাড়া অন্য কোন পথে কখনও সুখ আসতে পারেনা। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {এরপর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হেদায়েত আসে, তখন যে আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ঠ হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে না। এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।} [সূরা তোয়াহাঃ ১২৩-১২৪]

সৌভাগ্য তাদের জন্য যারা আল্লাহর পথে চলে, হিদায়েত অনুসরণ করে, আর তারই জীবিকা সংকীর্ণ হবে যে আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যদিও ব্যহ্যিকভাবে সে অনেক বিখ্যাতজন ও

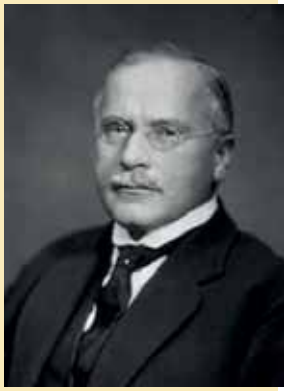

ঈমান.. ও মানসিক সুস্থতা

"বিগত ত্রিশ বছর ধরে বিশ্বের নানা জাতির বিভিন্ন লোক আমার থেকে চিকিৎসা পরামর্শ নিয়েছে। আমি শত শত লোকের চিকিৎসা করেছি। যারা জীবনের অর্ধেক বয়স পার করেছে অর্থাৎ ৩৫ বছর বা ততোধিক তাদের ক্ষেত্রে আমি একাধিক সমস্যা পেয়েছি, তবে সব সমস্যার মূল একটি কেন্দ্রবিন্দুতে মিলিত হয়, তা হলো আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস ও দ্বীনের শিক্ষা থেকে দূরে থাকা। এ কথা ঠিক যে, সব রোগীরাই দুরারোগ্য রোগে ভোগে এবং এ থেকে মুক্তি চায়, কেননা তারা মানসিক প্রশান্তি থেকে বঞ্চিত, দ্বীন যে প্রশান্তি নিয়ে এসেছে। এ সব রোগীরা ঈমান আনা ও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বীনের আদেশ নিষেধ মান্য করা ছাড়া কেউ সুস্থ ও আরোগ্য হয়না"।

কার্ল বিয়াং

বিখ্যাত মানসিক রোগী চিকিৎসক

https://www.path-2-happiness.com/bn

তারকা। 'দনকা' হলো দুনিয়া ও আখেরাতে জীবিকা সংকীর্ণ হওয়া ও দুঃখ কষ্টে পতিত হওয়া।

২- ইহা আত্মিক ও শারীরিক সুখের পথঃ

একথা সবাই জানে যে, মানুষ আত্মা ও শরীর নিয়ে গঠিত। প্রত্যেকটির রয়েছে আলাদা আলাদা খাদ্য। কিছু কিছু মতবাদ ও দর্শন শুধু আত্মিক বিষয়কে খুব গুরুত্ব দেয়, আর শারীরিক চাহিদাকে উপেক্ষা করে। ফলে বিপর্যয় ঘটে। আবার এর বিপরীতে আধুনিক বস্তুবাদ দৈহিক ও পার্থিব চাহিদাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয় আর আত্মিক চাহিদাকে তারা উপেক্ষা করে। তারা শারীরিক চাহিদার যা ইচ্ছা তাই পূরণ করে। ফলে তা মানবিকতা থেকে চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ারে পরিণত করে দেয় বা বন্ধ্যা যন্ত্রে পরিণত করে দেয়। অপরদিকে ইসলামের ধ্যান ধারণায় রূহকে আসমানী আলো দিয়ে ভরপূর রাখে অন্যদিকে শরীরের চাহিদাকেও সংরক্ষণ করে, পবিত্র হালাল জিনিস দিয়ে তার প্রবৃত্তি ও ক্ষুধাকে নিবারণ করে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তদ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর, এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভূলে যেয়ো না। তুমি অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন ।}[সূরা কাসাসঃ ৭৭]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালাম হযরত সালমান ফারেসী [রাঃ] কে বলেছেনঃ "নিশ্চয় তোমার রবের প্রতি রয়েছে তোমার হক বা কর্তব্য, তোমার নিজের প্রতি রয়েছে তোমার দায়িত্ব, তোমার পরিবার পরিজনের প্রতি রয়েছে তোমার দায়িত্ব। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য অধিকার আদায় করে দাও"। [বুখারী শরীফ]

৩- ইহা সৌভাগ্য ও বীরত্বের পথঃ

যে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করেছে তাকে কোন কিছুই এ পথ থেকে আলাদা করতে পারেনা, এমনকি তার ঘাড়ে তলোয়ার ধরেও। লক্ষ্য করুন ফেরাউনের যাদুকরদের দিকে যারা ঈমান আনলে, সৌভাগ্যের পথে চলা শুরু করলে ফেরাউন তাদেরকে শাস্তির ধমক দিল, তাদেরকে যা বলল তা কোরআনের ভাষায় এভাবে এসেছেঃ {অতএব আমি অবশ্যই তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক থেকে কর্তন করব এবং আমি তোমাদেরকে খর্জুর বৃক্ষের কান্ডে শূলে চড়াব এবং তোমরা নিশ্চিত রূপেই জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কার আযাব কঠোরতর এবং অধিক্ষণ স্থায়ী।}[সূরা তোয়াহাঃ ৭১]

কিন্তু তাদের জবাব ছিল সত্য ধর্মে অটল ও স্থীর থাকা। আল কোরআনে তাদের জবাব এভাবে এসেছেঃ {যাদুকররা বললঃ আমাদের কাছে যে, সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে তার উপর এবং যিনি আমাদের কে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর উপর আমরা কিছুতেই তোমাকে প্রাধান্য দেব না। অতএব, তুমি যা ইচ্ছা করতে পার। তুমি তো শুধু এই পার্থিব জীবনেই যা করার করবে।}[সূরা তোয়াহাঃ ৭২]

শুধুমাত্র ঈমান আনার কিছুক্ষন পরেই তারা অটল ও স্থর রইল, কেননা তারা ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করেছিল, যে ঈমান তাদের রায় ও সিদ্ধান্তকে পূর্ণ প্রশান্তিময় ও স্থীর করে দিল। এমনকি হত্যার হুমকি সত্বেও।

৪- সুখ হলো অন্তরের প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততাঃ

প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততা ছাড়া সুখ হয়না। আবার প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততা ঈমান আনা ছাড়া আসেনা। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তিনি মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন, যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বেড়ে যায়। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।}[সূরা ফাতহঃ ৪]

অতএব আল্লাহর উপর ঈমান মানুষকে দুদিক থেকে সুখ শান্তি এনে দেয়ঃ প্রথমতঃ ব্যভিচার ও অপরাধের জলাভূমিতে পিছলে যাওয়া থেকে তাকে রক্ষা করে। আর এগুলো হলো দুঃখ, দুর্দশার সবচেয়ে বড় কারণ। আল্লাহর প্রতি ঈমান ব্যক্তির ইচ্ছা ও কামনা শক্তিকে ধ্বংসাত্মক পথ থেকে রক্ষা করে। দ্বিতীয়তঃ ইহা ব্যক্তিকে সুখ-শান্তির সবচেয়ে বড় শর্ত পূরণ করে, তা হলো প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততা। সীমাহীন বিপদাপদ ও সমস্যায় জর্জরিত হলে ঈমান ছাড়া উত্তরণের কোন পথ নেই। ঈমান ছাড়া ভয়ভীতি ও উদ্বেগের কারণসমূহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর ঈমানদার হলে একমাত্র মহান আল্লাহ তায়া'লার সামনে দাঁড়ানোর ভয় ছাড়া কোন ভয় ভীতি থাকে না।

পরিপূর্ণ জবাব

"আমি আত্মা ও দেহের সমস্যা সম্পর্কে ইসলামে পরিপূর্ণ সমাধান পেয়েছি। ফলে আমি জেনেছি, রূহের মত শরীরেরও কিছু হক রয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে শারীরিক চাহিদাসমূহ স্বাভাবিক সহজাত যা নিবারন করতে হয়, যাতে মানুষ শক্তিশালী, উৎপাদনশীল ও কার্যকর হিসেবে জীবন যাপন করতে পারে। তবে ইসলাম এ সব সহজাত প্রবৃত্তি সঠিকভাবে নিবারনের ক্ষেত্রে কতিপয় মৌলিক নিয়মকানুন প্রবর্তন করেছে, এতে মনের সন্তুষ্টি ও আল্লাহ তায়া'লার আদেশ মান্য করা বাস্তবায়িত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ইসলামে বিবাহ হলো যৌন চাহিদা পরিতৃপ্তির একমাত্র বৈধ উপায়, এমনিভাবে নামাজ, রোজা, ইবাদত, আল্লাহর প্রতি ঈমান ইত্যাদি মানুষের আত্মিক চাহিদা পূরণের অন্যতম মাধ্যম। এভাবেই সম্মানজনক উত্তম জীবন যাপনের জন্য ভারসাম্য বাস্তবায়িত হয়"।

রোজ মারি হাউ
ইংরেজ মহিলা সাংবাদিক

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

ঈমান ও উদ্বেগ কখনও একত্রিত হয়না

"উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ কখনও সমুদ্রের গভীর তলদেশের প্রশান্তিকে ঘোলা করেনা এবং ইহা তলদেশের নিরাপত্তাকে অস্থির করেনা। এমনিভাবে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর উপর যথাযথ ঈমান এনেছে, সে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা পরিহার করে চলে ভারসাম্যতা রক্ষা করে এবং আগামী দিনে যা কিছুই আসুক তার মোকাবিলায় সে সর্বদা প্রস্তুত থাকে"।

উইলিয়াম জেমস

মার্কিন দার্শনিক

www.path-2-happiness.com/bn

মু'মিনের অন্তর সব সমস্যা ও বিপদকে তুচ্ছ মনে করে। কেননা সে মহান আল্লাহ তায়া'লার উপর ভরসা করে। আর ঈমানহীন অন্তর ডাল থেকে ঝড়ে পড়া পাতার ন্যায়, বেপরোয়া বাতাস যাকে নিয়ে যা খুশী খেলা করে। মানুষ মৃত্যু ও জীবন থেকে বিচ্ছিন্নতার চেয়ে আর কোন জিনিসকে বেশি ভয় করে?! মু'মিনের নিকট তা ভয়ের কোন কারণ নয়, বরং তা প্রশান্তির কারণ, কেননা যার অন্তর ঈমান ও তাকওয়ায় ভরপুর তার মৃত্যু কতইনা লাভজনক!!

ঈমান মানুষের সত্তার মাঝে নিরাপত্তা ও প্রশান্তি ছড়িয়ে দেয়। মু'মিন ব্যক্তি নিরাপদ ও নিশ্চিন্তে আল্লাহর পথে চলতে থাকে। কেননা তার সঠিক ঈমান সর্বদা তার মাঝে মহান আল্লাহর সাহায্য, হেফাযত ও সংরক্ষণের আশা বৃদ্ধি করে। সে সর্বদা অনুধাবন করে যে, মহান আল্লাহ তায়া'লা সর্বক্ষণ তার সাথেই আছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

{জেনে রেখ আল্লাহ রয়েছেন ঈমানদারদের সাথে।} [সূরা আনফালঃ ১৯]

সুতরাং মুমিন ব্যক্তি যতই সমস্যায় পড়ুক, যতই পরীক্ষার সম্মুখীন হোক, মনের সব ওয়াছওয়াছা ও দৈহিক দুঃখ কষ্ট থেকে পরিত্রান পেতে হেদায়েতের আলোর দিশায় আলোকিত আল্লাহর কিতাব তার জন্য যথেষ্ট। তখন ভয়-ভীতি নিরাপত্তা ও শান্তিতে পরিণত হয়ে যায়। দুঃখ-কষ্ট সুখ ও খুশীতে ভরে যায়। এভাবেই মানসিক নিরাপত্তা ও আত্মিক শান্তি প্রাপ্তির পথ দেখায়, যা অন্য যে কোন সুখের সমান হয়না। যদিও সে দুনিয়ার অঢেল ধন সম্পত্তির মালিক হয়।

৫- দুনিয়া থেকে চিরস্থায়ী জান্নাতের দিকে সুখের ভ্রমণঃ

প্রকাশ থাকে যে, মানুষের জীবন তিনটি স্তরে বিভক্তঃ প্রথমতঃ দুনিয়ার জীবন, দ্বিতীয়তঃ মৃত্যুর পরে কবরের জীবন, আর তৃতীয়তঃ কিয়ামতের দিবস। সুখ শান্তি ও সৌভাগ্যের পথ এ তিনটি ধাপ পার হয়। দুনিয়া সম্পর্কে আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমাণদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরষ্কার দেব যা তারা করত।} [সূরা নাহলঃ ৯৭]

অর্থাৎ অবশ্যই দুনিয়াতে সুখ শান্তিময় পবিত্র জীবন দান করি, যদিও তার সম্পদ কম থাকে। এগুলো হবে আত্মতৃপ্তি, সন্তুষ্টি, অভ্যন্তরীন মানসিক শান্তি, নিশ্চিন্ততা, প্রশান্তি, আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান, তার প্রতি আত্মসমর্পণ, ও তার প্রতি দৃঢ় ভরসা ইত্যাদির মাধ্যমে। কবরে মু'মিনের সুখ সম্পর্কে হযরত আবু হুরায়রা [রাঃ] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ "মু'মিনগণ কবরে একটি সবুজ বাগানে থাকবে, তার জন্য কবর সত্তর হাত প্রশস্ত হবে, পূর্ণিমা রাত্রির ন্যায় তার কবর অলোকিত করা হবে"। [আল্লামা আলবানী [রাহঃ] হাদিসটিকে হাসান বলেছেন]।

নিরাপত্তা লাভ

"একজন মুসলমান যখনই গভীরভাবে কোরআন পড়বে এবং যথাযথভাবে ইহার শিক্ষা জীবনে বাস্তবায়ন করবে, তখন সে ইসলামের যাত্রাপথে নিরাপদ যাত্রী হলো, স্থিতিশীলতা ও শান্তির বাহনে আরোহন করল এবং শয়তানের ধোঁকা ও খারাবী থেকে দূরে রইল"।

ক্যাসিয়াস মারকেলাস ক্লে

মার্কিন মুষ্টিযোদ্ধা

https://www.path-2-happiness.com/bn

দুনিয়া ও আখেরাতের ধর্ম

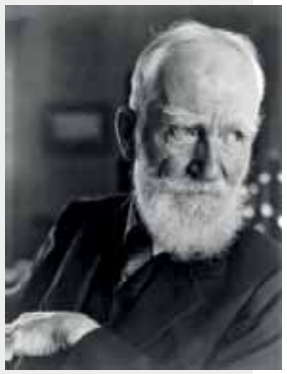

"একজন প্রকৃত জ্ঞানীলোক স্বাভাবিকভাবেই ইসলামের দিকে ধাবিত হবে। কেননা ইহা একমাত্র ধর্ম যা দুনিয়া ও আখেরাতের সব বিষয়ে সমানভাবে খেয়াল রাখে"।

বার্নার্ড শ

ইংরেজি লেখক

আখেরাতে তার সুখ শান্তি সম্পর্কে আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আর যারা সৌভাগ্যবান তারা বেহেশতের মাঝে, সেখানেই চিরদিন থাকবে, যতদিন আসমান ও যমীন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার প্রভু অন্য কিছু ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা। এ দানের ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হওয়ার নয়।} [সূরা হুদঃ ১০৮]

তারা দুনিয়াতে সুখ শান্তি লাভে সফল হয়েছেন, আর আখেরাতে স্থায়ী সুখ শান্তি লাভেও সফল হবেন।

অতএব, ইসলাম চিরস্থায়ী সুখ শান্তি নিয়ে এসেছে। মানুষের পার্থিব জীবনের সুখ, আর পরকালীন জীবনের চিরস্থায়ী সুখ শান্তি। আল্লাহর নিকট যা রয়েছে তা অধিক উত্তম ও স্থায়ী । বরং আল্লাহ তায়া'লা দুনিয়া ও আখেরাতের সুখ-শান্তিকে পরস্পর বেঁধে দিয়েছেন, দুয়ের মাঝে কোন বিতর্ক ও বিরোধ নেই। এ দুনিয়া হলো আখেরাত ও কিয়ামতের দিনের স্থায়ী সুখের পথ মাত্র। এটা একটাই রাস্তা, দুনিয়া ও আখেরাতের চিরস্থায়ী সুখের পথ। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যে কেউ দুনিয়ার কল্যাণ কামনা করবে, তার জেনে রাখা প্রয়োজন যে, দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ আল্লাহরই নিকট রয়েছে। আর আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও দেখেন।} [সূরা নিসাঃ ১৩৪]

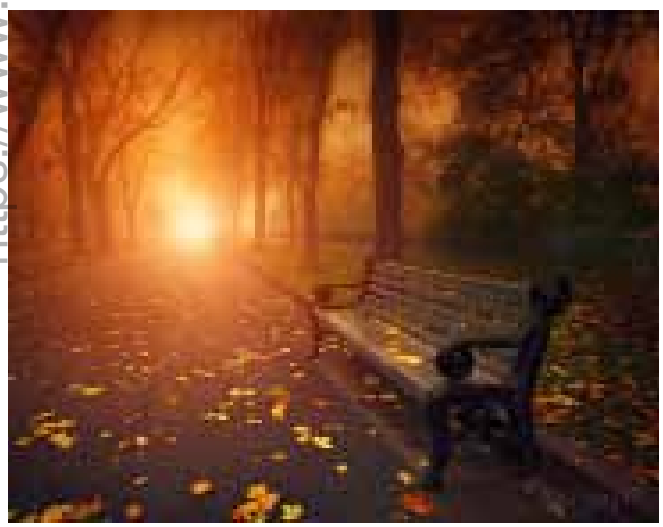

ইসলামে পার্থিব সুখ শান্তি লাভের উপায়সমূহঃ

ইসলামে পার্থিব সুখ শান্তি লাভের অনেকগুলো উৎস ও উপায় রয়েছে, সেগুলো হলোঃ

১- আল্লাহর একত্ববাদ ও ঈমানের মাধ্যমে সৌভাগ্যলাভঃ

তাওহীদের শান্তি ও নিশ্চিন্ততার মত আর কোন সুখ শান্তি, আরাম ও নিশ্চিন্ততা নেই। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শেরেকীর সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যেই শান্তি এবং তারাই সুপথগামী।} [সূরা আন'আমঃ ৮২]

এজন্যই দুনিয়া ও আখেরাতে তাওহীদের পরিপূর্ণতা মোতাবেক নিরাপত্তা, প্রশান্তি ও সুখ অর্জিত হয়। যেহেতু আল্লাহ তায়া'লা তাওহীদবাদীর বক্ষকে ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন এবং তাতে সুখ ও আনন্দ দিয়ে দেন। অন্যদিকে শিরক -আল্লাহ পাকের নিকট ইহা থেকে পানাহ চাচ্ছি-ব্যক্তিকে দুঃখ, দুর্দশাগ্রস্থ করে ও তার বক্ষকে সংকীর্ণ করে দেয়, যেন সে সবেগে আকাশে আরোহণ করছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {অতঃপর আল্লাহ যাকে পথ-প্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন এবং যাকে বিপথগামী করতে চান, তার বক্ষকে সংকীর্ণ অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন-যেন সে সবেগে আকাশে আরোহণ করছে। এমনি ভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না। আল্লাহ তাদের উপর আযাব বর্ষন করেন।} [সূরা আন'আমঃ ১২৫]

অতএব এ দু'ধরণের লোক কখনও সমান হতে পারেনা, যাদের বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, যারা আল্লাহর হেদায়েতে ও আলোর দিশা পেয়েছে, আর যারা শিরকের অন্ধকারে নিমজ্জিত, আল্লাহর জিকির থেকে দূরে

সরল বিশ্বাস

"ইসলামী বিশ্বাস এমনই এক সাধারণ বিশ্বাস যা সমস্ত হয়রানী, বিভ্রান্তি ও ভয় থেকে ঈমানদারকে মুক্ত রাখে। সবার অন্তরে প্রশান্তি বয়ে যায়। এ বিশ্বাসের দরজা সকল মানুষের জন্যই উন্মুক্ত। জাতি বা বর্ণের কারণে এর থেকে কেউ বাঁধা দিতে পারেনা। এমনিভাবে মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত এ বিশ্বাসের ছায়াতলে সমতা ও ন্যায্যতা পেয়ে থাকে, যেখানে তাকওয়া ছাড়া কোন অগ্রাধিকার ও সম্মান নেই, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের তাকওয়া"।

নাজমি লুক

মিশরী দার্শনিক ও চিন্তাবিদ

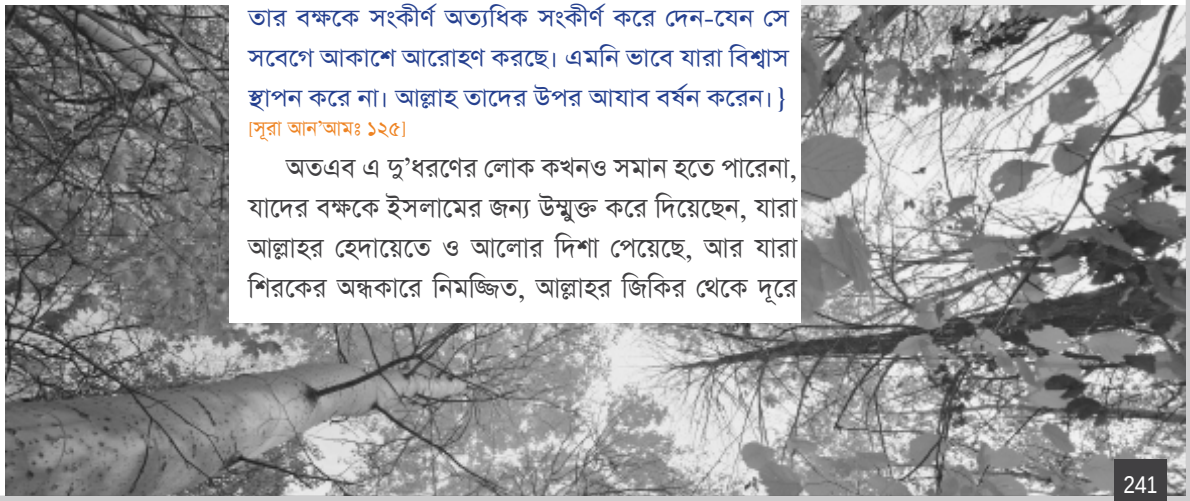

https://www.path-2-happiness.com/bn

প্রকৃত নিরাপত্তা

"মুসলমানেরা নামাজে যা অনুভব করে আমিও তা অনুভব করিঃ সুমিষ্ট ঐকতান ও আনন্দের শিহরণ। এ সব কিছুতে আমি ঈমানের অনুগ্রহ অনুভব করে থাকি। এমনিভাবে আমার সন্তানেরাও নিরাপদে আছে। সত্যিকারার্থে আমি এর চেয়ে বেশি কিছু চাইনা"।

লোরেন বুথ

ব্রিটিশ মানবাধিকার মহিলা কর্মী

থাকে ও তাদের অন্তর কঠোর, তারা সুস্পষ্ঠ গোমরাহীতে রয়েছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আল্লাহ যার বক্ষ ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, অতঃপর সে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত আলোর মাঝে রয়েছে। [সে কি তার সমান, যে এরূপ নয়] যাদের অন্তর আল্লাহ স্মরণের ব্যাপারে কঠোর, তাদের জন্যে দূর্ভোগ। তারা সুস্পষ্ঠ গোমরাহীতে রয়েছে।} [সূরা যুমারঃ ২২]

আর যে শিরকের অন্ধকারে নিমজ্জিত ও মৃত ছিল, অতঃপর আল্লাহ তায়া'লা তাঁর করুণা ও রহমতে হিদায়েত দান করেছেন সে ব্যক্তি কখনও ঐ ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারেনা, যে অন্ধকারে রয়েছে-সেখান থেকে বের হতে পারছে না। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আর যে মৃত ছিল অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে এমন একটি আলো দিয়েছি,যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে। সে কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যে অন্ধকারে রয়েছে-সেখান থেকে বের হতে পারছে না? এমনিভাবে কাফেরদের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্মকে সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে। } [সূরা আন'আমঃ ১২২]

২- আল্লাহর জিকির, তাঁরই সমীপে মুনাজাত ও তাঁর নৈকট্যলাভঃ

মানুষকে যতই পার্থিব সৌন্দর্য দান করা হোক, সে যতই সৌভাগ্যের অধিকারী হোক, আল্লাহর পথ থেকে দূরে থাকলে সে কখনও সুখ শান্তি লাভ করতে পারবেনা। অতএব আল্লাহর সান্নিধ্য ও তাঁর জিকির ব্যতীত মানুষের প্রশান্তি আসতে পারেনা। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর যিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তর সমূহ শান্তি পায়।} [সূরা রা'দঃ ২৮]

https://www.path-2-happiness.com/bn

কেননা অন্তরে রয়েছে অনেক এলোমেলো ভাবনা, যা আল্লাহর সান্নিধ্য না পেলে সুসজ্জিত হয়না। এতে রয়েছে একাকীত্ব, যা নির্জনে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছাড়া দূরীভূত হয়না। এতে রয়েছে দুশ্চিন্তা, যা আল্লাহর সম্পর্কে জ্ঞান ও সঠিক আচরনের মাধ্যমে আনন্দ ব্যতীত দূর হয়না। এতে রয়েছে উদ্বেগ ও পেরেশানী, যা তাঁর সাথে মিলিত হওয়া ও তাঁর নিকট যাওয়া ব্যতীত প্রশান্তি পেতে পারেনা। এতে রয়েছে দুঃখ-অগ্নি, যা তাঁর আদেশ নিষেধ মান্য করা, তাঁরই ফয়সালা মেনে নেয়া ও বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করা ব্যতীত নিভেনা। এতে রয়েছে অনেক চাহিদা ও ইচ্ছা, যা তাঁর ভালবাসা, সান্নিধ্য, সার্বক্ষণিক জিকির ও একনিষ্ঠতা ব্যতীত থামেনা। অন্যথায় যদিও তাকে দুনিয়ার সব কিছু দান করা হয় তথাপিও তার অভাব কখনও পূরণ হবেনা (মাদারিকে সালেকিন, ইবনে কাইয়ুম, পৃষ্ঠাঃ ৭৪৩।)

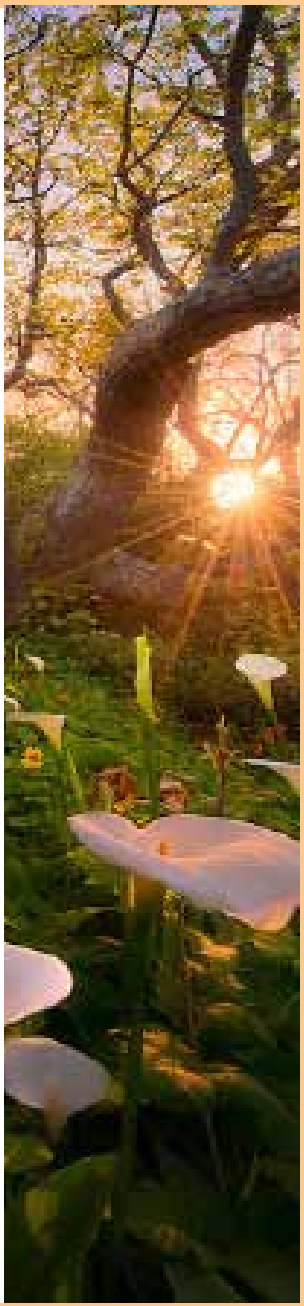

৩- সৎকাজ করাঃ

আল্লাহ তায়া'লা বলেছেনঃ {যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ এবং মনোরম প্রত্যাবর্তণস্থল।} [সূরা রা'দঃ ২৯]

অতঃএব, যারা আন্তরিকভাবে আল্লাহ তায়া'লা, তাঁর ফেরেশতা, কিতাবসমূহ, রাসুলগণ ও কিয়ামতের দিবসের উপর ঈমান এনেছে, অন্তরের সৎকাজের মাধ্যমে এ ঈমানকে সত্যে পরিণত করেছে, যেমনঃ আল্লাহর ভালবাসা, তাঁর ভয় ও আশা ইত্যাদি এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আমল যেমনঃ নামাজ ইত্যাদি সম্পাদন করেছে, তাদের রয়েছে পরিপূর্ণ আরাম ও প্রশান্তির উত্তম পরিণতি। এভাবেই তারা দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তায়া'লার সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবে। অতঃএব, আমাদেরকে ঈমানের সাথে সৎকাজও করতে হবে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {নিশ্চয় যারা মুসলমান, যারা ইহুদী, ছাবেয়ী বা খ্রীষ্টান, তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহর প্রতি, কিয়ামতের প্রতি এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।} [সূরা মায়েদাঃ ৬৯]

https://www.path-2-happiness.com/bn

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালাম নামাজ ও আল্লাহর ইবাদাতে প্রশান্তি ও মজা পেতেন। তিনি বলতেনঃ “হে বিলাল নামাজের আহবান কর, আমাদেরকে এর মাধ্যমে শান্তি দাও”। [আবু দাউদ শরীফ]।

৪- দান খয়রাত সুখ-শান্তির গোপন রহস্যঃ

এ ব্যাপারটা পরীক্ষিত ও দৃশ্যমান। কেননা আমরা দেখি, যারা অন্যের প্রতি দান সদকা করে, ইহসান করে তারা পৃথিবীতে সবচেয়ে সুখী ও গ্রহণযোগ্য মানুষ। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {কস্মিণকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না কর। আর তোমরা যদি কিছু ব্যয় করবে আল্লাহ তা জানেন।} [সূরা আলে ইমরানঃ ৯২]

দান খয়রাতের অনেক ধরণ আছে, আল্লাহ তায়া’লা কিছু দান সদকা ইসলামের রুকন করেছেন। ধনীদের উপর যাকাত ফরজ করেছেন। তিনি হুকুম করেছেন এ দান হতে হবে সন্তুষ্ট চিত্তে ও সর্বোত্তম ইখলাসের সাথে, আবার অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে মানুষকে খোটা দেয়া যাবেনা। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান খয়রাত বরবাদ করো না।} [সূরা বাকারাঃ ২৬৪]

বরং এ দান সদকা শুধু মালের মধ্যে সীমিত না রেখে সব ধরণের দানকে শামিল করেছেন, তা ধন সম্পদ হোক, বা খাদ্য বা পরিশ্রম বা অন্য কোন কাজ। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {তারা আল্লাহর প্রেমে অভাবগ্রস্ত, এতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে। তারা বলেঃ কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি এবং তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না।} [সূরা দাহারঃ ৮-৯]

এমনকি শুধু মুচকি হাসিও। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালাম বলেছেনঃ “তোমার ভাইয়ের সম্মুখে মুচকি হাসিও তোমার জন্য সদকা”। [তিরমিজি শরীফ]। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালাম আরো বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের প্রয়োজন মিটাবে, আল্লাহ তায়া’লাও তার প্রয়োজন মিটিয়ে দিবেন, কেউ যদি কোন মুসলমানের একটি বিপদ দূর করে দেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়া’লাও তার বিপদ দূর করে দিবেন। যে মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ তায়া’লাও কিয়ামতের দিনে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন”। [আবু দাউদ শরীফ]। নিঃসন্দেহে এ ধরণের দান সদকা দুনিয়াতে সুখ শান্তি অত্যাবশ্যকীয় করে দেয়। অন্যদিকে পার্থিব স্বার্থে বা খোটা ও কষ্টের দ্বারা যে দান সদকা করা হয় তাতে সুখের কিছুই অর্জিত হয়না, যদিও বাহ্যিকভাবে অন্যকিছু অর্জিত হয়।

https://www.path-2-happiness.com/bn

৫- আল্লাহর উপর ভরসা সৌভাগ্যের চাবিকাঠিঃ

মানুষ অনেক সময়ই কোন ব্যাপারে অক্ষমতা ও সামর্থ্যহীনতা অনুভব করে। তখন তার চাহিদা পূরণে তার চেয়ে শক্তিশালী কারো সাহায্য কামনা করে ও তার উপর ভরসা করে। আল্লাহ তায়া’লার চেয়ে কে অধিক শক্তিশালী?! নিশ্চয়ই আসমান ও জমিনের মালিক সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়া’লার উপর ভরসাই সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। যিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন,তখন তাকে কেবল বলে দেন,‘হও’ তখনই তা হয়ে যায়। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন, ‘হও’ তখনই তা হয়ে যায়।} [সূরা ইয়াসিনঃ ৮২]

এজন্যই আল্লাহ তায়া’লা একমাত্র তাঁরই উপর নির্ভর ও ভরসা করতে আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {আর আল্লাহর উপর ভরসা কর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।} [সূরা মায়েদাঃ ২৩]

আল্লাহর ভরসা ও তাঁর যথেষ্টতার চেয়ে কি উত্তম ভরসা হতে পারে? বান্দাহর জন্য আল্লাহই হলেন যথেষ্ট ও কার্যসম্পাদনকারী। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {এবং ভরসা করুন আল্লাহর উপর, আল্লাহ হলেন যথেষ্ট ও কার্যসম্পাদনকারী।} [সূরা নিসাঃ ৮১]

নিঃসন্দেহে ইহা তার জন্য শান্তি, আরাম, সুখ, সৌভাগ্য ও যথেষ্টতা আনয়ন করে এবং সে যা অভিজ্ঞতা ছাড়া জানেনা তা সম্পাদন করে দেয়। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিস্কৃতির পথ করে দেবেন। এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন।} [সূরা তালাকঃ ২-৩]

তাছাড়া আল্লাহ তায়া’লা তাঁর উপর ভরসাকারীকে শয়তানের থেকে রক্ষা করেন। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ {তার আধিপত্য চলে না তাদের উপর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আপন পালন কর্তার উপর ভরসা রাখে।} [সূরা নাহলঃ ৯৯]

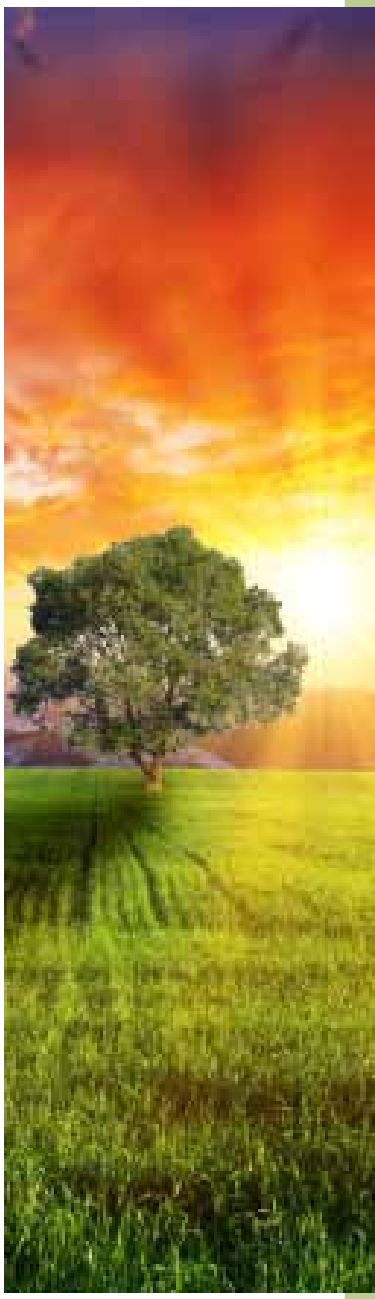

https://www.path-2-happiness.com/bn

শত্রুর থেকেও রক্ষা করেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম; তাদের ভয় কর। তখন তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; কতই না চমৎকার কামিয়াবীদানকারী। অতঃপর ফিরে এল মুসলমানরা আল্লাহর অনুগ্রহ নিয়ে, তদের কিছুই অনিষ্ট হলো না। তারপর তারা আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত হল। বস্তুতঃ আল্লাহর অনুগ্রহ অতি বিরাট। এরা যে রয়েছে, এরাই হলো শয়তান, এরা নিজেদের বন্ধুদের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না। আর তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তবে আমাকে ভয় কর।}[সূরা আলে ইমরানঃ ১৭৩-১৭৫]

তাওয়াক্কুলের রহস্য ও বাস্তবতা হলো একমাত্র আল্লাহ তায়া'লার উপর আন্তরিক নির্ভরশীলতা। অন্তরে তাওয়াক্কুলের সাথে কোন কাজের উপকরণ গ্রহণ করাতে কোন ক্ষতি নেই। এমনিভাবে কারো কথা, অন্যের উপর নির্ভর করে যদি বলে, আমি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করেছি, তবে তা কোন কাজে আসবেনা। মুখের তাওয়াক্কুল এক জিনিস আর অন্তরের তাওয়াক্কুল অন্য জিনিস।

৬- সুখ শান্তি হলো আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থায়ঃ

আল্লাহর উপর ঈমান মু'মিনকে তাঁর উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও পূর্ণ আস্থা এনে দেয়। যা তাকে আত্মবিশ্বাস ও আস্থা জোগায়। ফলে এ দুনিয়াতে সে কিছুই ভয় পায়না। সে জানে যে, সব কিছুই মহান আল্লাহ তায়া'লার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী কেউ নেই। পক্ষান্তরে যদি তোমার মঙ্গল করেন, তবে তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।} [সূরা আন'আমঃ ১৭]

"বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে, অন্যকে সাহায্য করা মানসিক চাপ থেকে মুক্তি দেয়। মানসিক বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞরা প্রমাণ করেছেন যে, অন্যকে সাহায্য করলে স্নায়ু চাপ কমে, কেননা অন্যকে সাহায্য করলে "এন্ডোফিন" নামক হরমোন নিঃসরিত হয়। এ হরমোন মানুষের আত্মিক শান্তি ও আনন্দ অনুভব করতে সাহায্য করে। আমেরিকার "হেলথ প্রমোশন" ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান অ্যালেন লিক্স বলেনঃ "অপরের সাহায্য করা মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। কেননা অন্যকে সাহায্য করলে সে ব্যক্তি দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা ও ব্যক্তি সমস্যা থেকে মুক্ত হয়, ফলে সে মানসিক শান্তি অনুভব করে"।

সে আরো বিশ্বাস করে, তার রিজিক আল্লাহ তায়া'লার হাতে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তোমরা তো আল্লাহর পরিবর্তে কেবল প্রতিমারই পূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের এবাদত করছ, তারা তোমাদের রিযিকের মালিক নয়। কাজেই আল্লাহর কাছে রিযিক তালাশ কর, তাঁর এবাদত কর এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।}[সূরা আনকাবুতঃ ১৭]

তিনি জমিনে সমস্ত বিচরণশীল জীবজন্তুর রিজিকের দায়িত্ব নিয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আর পৃথিবীতে কোন বিচরণশীল নেই, তবে সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছেন তিনি জানেন তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় সমাপিত হয়। সবকিছুই এক সুবিন্যস্ত কিতাবে রয়েছে।}[সূরা হুদঃ ৬]

এমনকি সে যদি রিজিকের কাছে নাও যেতে পারে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {এমন অনেক জন্তু আছে,যারা তাদের খাদ্য সঞ্চিত রাখে না। আল্লাহই রিযিক দেন তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।}[সূরা আনকাবুতঃ ৬০]

সে বিশ্বাস করে, তার রিজিক অবশ্যই আসবে, ইহা তার অধিকার, এতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃআল্লাহ তায়া'লা রিজিকসমূহকে মানুষের মাঝে বণ্টণ ও পরিমাপ করে দিয়েছেন।

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {বলুন, আমার পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং পরিমিত দেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বোঝে না।} [সূরা নিসাঃ ৩৬]

সে আরো দৃঢ় বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তায়া'লা তাকে ভাল-মন্দের ব্যাপারে সর্বদা পরীক্ষা করবেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।} [সূরা আম্বিয়াঃ ৩৫]

মানুষের উপর যদি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ না থাকত, তবে তারা ধ্বংস হয়ে যেত। সে আরো জানে যে, এ দুনিয়াতে সে ক্ষণিকের মেহমান, যতই কম বা বেশি বয়স লাভ করুক না কেন। নিঃসন্দেহে সে অন্য জগতে পাড়ি দিবে। এজন্যই সে এ পৃথিবীতে একটা মূলভিত্তির উপর চলছে, যুগের কোন বিপদাপদে সে ভীত হয়না, আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় পায়না। যদিও তার শত্রু তীরের ধনুকের মত বা তার চেয়েও নিকটবর্তী থাকে। যখন ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী মূসা [আঃ] কে নাগালে পেয়ে গেল, আল্লাহ তায়া'লা সে সম্পর্কে বলেনঃ {যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখল, তখন মূসার সঙ্গীরা বলল, আমরা যে ধরা পড়ে গেলাম। মূসা বলল, কখনই নয়, আমার সাথে আছেন আমার পালনকর্তা। তিনি আমাকে পথ বলে দেবেন। অতঃপর আমি মূসাকে আদেশ করলাম, তোমার লাঠি দ্বারা সমূদ্রকে আঘাত কর। ফলে, তা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হয়ে গেল। আমি সেথায় অপর দলকে পৌঁছিয়ে দিলাম। এবং মূসা ও তাঁর সংগীদের সবাইকে বাঁচিয়ে দিলাম। অতঃপর অপর দলটিকে নিমজ্জত কললাম। নিশ্চয় এতে একটি নিদর্শন আছে এবং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী ছিল না।} [সূরা শুয়া'রাঃ ৬১-৬২]

বিশ্বাসীদের মহান নেতা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম, শত্রুপায়ের নিচে তাকালে তাঁকে দেখতে পেতো-যখন মুশরিকরা তাঁকে হত্যা করার জন্য খুজছিল-এমন অবস্থায় তিনি -আল্লাহ তায়া'লার উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থা রেখে তাঁর সঙ্গী আবু বকর [রাঃ] কে পর্বতের গুহায় বললেনঃ {তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন বিষন্ন হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় সান্তনা নাযিল করলেন এবং তাঁর সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখনি। বস্তুতঃ আল্লাহ কাফেরদের মাথা নীচু করে দিলেন আর আল্লাহর কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়"।} [সূরা তাওবাঃ ৪০]

এমনিভাবে মু'মিন বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তায়া'লাই মৃত্যু দান করেন, সুতরাং সে মৃত্যুকে ভয় পায়না। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আল্লাহ মানুষের প্রাণ হরণ করেন তার মৃত্যুর সময়, আর যে মরে না, তার নিদ্রাকালে। অতঃপর যার মৃত্যু অবধারিত করেন, তার প্রাণ ছাড়েন না এবং অন্যান্যদের ছেড়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।} [সূরা যুমারঃ ৪২]

বরং সে আরো বিশ্বাস করে যে, ইহা চিরন্তন সত্য ও অবশ্যই আসবে, ইহা থেকে কেউ পলায়ন করতে পারবেনা। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {বলুন, তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়নপর, সেই মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের মুখামুখি হবে, অতঃপর তোমরা অদৃশ্য, দৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে। তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন সেসব কর্ম, যা তোমরা করতে।} [সূরা জুম'আঃ ৮]

আর মৃত্যু নির্ধারিত সময় ব্যতীত আসবেনা। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যদি আল্লাহ লোকদেরকে তাদের অন্যায় কাজের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে ভুপৃষ্ঠে চলমান কোন কিছুকেই ছাড়তেন না। কিন্তু তিনি প্রতিশ্রুতি সময় পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন। অতঃপর নির্ধারিত সময়ে যখন তাদের মৃত্যু এসে যাবে, তখন এক মুহূর্তও বিলম্বিত কিংবা তরান্বিত করতে পারবে না।} [সূরা নাহলঃ ৬১]

সন্তুষ্টি হলো সৌভাগ্যের সোপানঃ

সুখ-সৌভাগ্য হলো ব্যক্তি আত্মসন্তুষ্টিতে জীবন যাপন করা। অসন্তুষ্টি ও বিরক্তি মানুষের জীবন, আত্মা ও অনুভুতিকে বিঘ্নিত করে। সন্তুষ্টি ও পরিতুষ্টি হলো সুখ-শান্তি, নিশ্চিন্ততা, ঈর্ষা, আনন্দ ও বিনোদনের সিঁড়ি। সন্তুষ্টি হলো মানুষের প্রতি আল্লাহর ইচ্ছার সামনে তার অন্তরের স্থিরতা ও প্রশান্তি। এ স্থিরতা ও প্রশান্তি মানব জীবনে যা কিছু ঘটে তাকে কল্যাণকর, সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে তোলে। তাই সে আল্লাহ ছাড়া কারো নিকট কিছু প্রার্থনা করেনা। দুনিয়ার কিছু না পেলে অফসোস করেনা। এটি বান্দাহকে কর্মঠ ও পরিশ্রমী করে, সে তার প্রতিপালককে সর্বদা ডাকে, অতঃপর আল্লাহ তায়া'লা তার ভাগ্যে যা লিখেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকে। এতে করে সে সন্তোষজনক ও সুখী জীবন যাপন করে।

সন্তুষ্টির অনেক ধরণ আছে, যেমনঃ

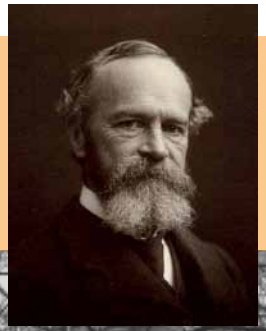

ঈমান..... ও জীবন

"আল্লাহর প্রতি ঈমান এমন এক শক্তি যা ব্যক্তির জীবন যাপনের সহযোগীতায় অত্যাবশ্যক। , আর ঈমান ছাড়া সে জীবনে দুঃখ দুর্দশা লাঘবে অক্ষম হয়ে পড়বে।

আর্নেস্ট রিনান
ফরাসি ইতিহাসবিদ

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

বস্তুগত সভ্যতাসমূহ যেন বিলীন হয়ে যায়

"একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, ইসলাম মৌলিকভাবেই মানুষের অন্তরে শান্তি ছড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে পার্থিব সভ্যতা ইহার বাহককে হতাশায় নিমজ্জিত করে। কেননা তারা কোন কিছুতেই বিশ্বাস করেনা। আরো একটি বিষয় সনাক্ত করা গেছে যে, ইউরোপীয়ানরা ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ জানেনি, কেননা তারা ইসলামকে বস্তুগত মাপকাঠিতে বিচার করে থাকে"।

রোজীহ ডুবাকীহ
সুইস চিন্তাবিদ ও সাংবাদিক

ক- আল্লাহকে প্রতিপালক হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালামকে নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্টি হওয়া। আর যে ব্যক্তি এতে সন্তুষ্টি হয়না, সে সর্বদা দিশেহারা, হয়রান ও উদ্বিগ্ন জীবন যাপন করবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালাম বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহকে প্রতিপালক হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালামকে নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্টি হলো সেই ঈমানের স্বাদ পেল"। [বুখারী শরীফ]। অন্যদিকে যে ঈমানের স্বাদ পেলনা, সে সুখ শান্তির স্বাদও পেলনা। বরং সে সর্বদা উদ্বেগ, বিরক্তির জীবন যাপন করবে। আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট থাকার অর্থ হলো, আল্লাহর অস্তিত্বে ঈমান আনা, তাঁর মহানত্ব ও বড়ত্বের অনুভুতি থাকা, তাঁর হিকমত, কুদরত, ইলম ও নামসমূহ জানা, তাঁর প্রতি ঈমান আনা, তাঁর উপর ও তাঁর ইবাদতে সন্তুষ্ট থাকা। তা না হলে সন্দেহ, হয়রানী, অসুস্থতা ও বিষণ্ণতায় ভুগতে হবে। -আল্লাহ তায়া'লা আমাদেরকে এ সব থেকে মুক্ত রাখুন-

খ- আল্লাহর বিধান ও তাঁর শরিয়তের উপর সন্তুষ্ট থাকা। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।} [সূরা নিসাঃ ৬৫]

মানব রচিত বিভিন্ন জুলুমপূর্ন ও অসম্পূর্ন বিধিবিধান, শরিয়ত ও আইনকানুনে চলার কারণে তারা অনেক দুর্ভাগ্য, কষ্ট, দুনিয়ার নানা বিষণ্ণতা ও বিরক্ততায় ভুগতে থাকে। কেননা ইহা ছিল মানব রচিত বিধান, মানুষের স্রষ্টা যিনি তাদের ভাল মন্দ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত তাঁর শরিয়ত ছিলনা। আল্লাহ তায়া'লা আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না? তিনি সূক্ষ্নজ্ঞানী, সম্যক জ্ঞাত।} [সূরা মুলকঃ ১৪]

গ- আল্লাহর ফয়সালা ও বণ্টনে সন্তুষ্ট থাকা। মু'মিন আল্লাহর ফয়সালা ও বণ্টনে সন্তুষ্ট থাকে, কেননা সে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত তাঁকে কোন বালা মসিবত স্পর্শ করতে পারবেনা। তিনি তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আল্লাহর নির্দেশ ব্যতিরেকে কোন বিপদ আসে না এবং যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।} [সূরা তাগাবুনঃ ১১]

সে আল্লাহর বিচার ও বণ্টনে সন্তুষ্ট থাকে, কেননা সে নিশ্চিতভাবে জানে যে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ কোন কষ্ট দূর করতে পারেনা। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আর আল্লাহ যদি তোমার উপর কোন কষ্ট আরোপ করেন তাহলে কেউ নেই তা খন্ডাবার মত তাঁকে ছাড়া। পক্ষান্তরে যদি তিনি কিছু কল্যাণ দান করেন, তবে তার মেহেরবানীকে রহিত করার মতও কেউ নেই। তিনি যার প্রতি অনুগ্রহ দান করতে চান স্বীয় বান্দাদের মধ্যে তাকেই দান করেন; বস্তুত; তিনিই ক্ষমাশীল দয়ালু।} [সূরা ইউনুসঃ ১০৭]

ঈমানের আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো, মু'মিন আল্লাহর নির্ধারিত বণ্টনে সন্তুষ্ট থেকে, আবার বিপদআপদ ও কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে, নিয়ামত ও অনুগ্রহ পেলে শুকর করে লাভ অর্জন করে। এভাবে তার অভ্যন্তরে সন্তুষ্ট ও পরিপূষ্টি অর্জিত হয়, যা মু'মিন ব্যতীত কারো হয়না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালাম বলেছেনঃ "মু'মিনের ব্যাপার খুবই আশ্চর্যজনক। তার সব কিছুতেই কল্যাণ রয়েছে, ইহা মু'মিন ব্যতীত অন্য কারো হয়না। যখন সুখের কিছু লাভ করে তখন সে আল্লাহর

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

শুকরিয়া জ্ঞাপন করে, ইহা তার জন্য কল্যাণকর। আবার যখন বিপদআপদ আসে তাতে সে ধৈর্য ধারণ করে, এতেও রয়েছে তার কল্যাণ"। [মুসলিম শরীফ]। বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন অন্য কেউ দুনিয়ার ভোগ বিলাস অধিক পেলে সে অবস্থায় কিভাবে সন্তুষ্ট হতে হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালাম বলেছেনঃ "যারা তোমাদের চেয়ে নিচুঁ [কম সম্পদের অধিকারী] তাদের দিকে তাকাবে, আর যারা তোমাদের চেয়ে উঁচু [বেশি সম্পদের অধিকারী] তাদের দিকে তাকাবেনা। কেননা ইহা তোমাদের উপরে আল্লাহর নিয়ামতকে ছোট না করার উত্তম পন্থা"। [বুখারী ও মুসলিম]।

ইসলামের আত্মা

"আমি বিশ্বাস করি যে, ইসলাম এমনই এক ধর্ম যা ইহার অনুসারীদের অন্তরে সুখ-শান্তির অনুপ্রবেশ ঘটায়। ইহা মানুষের অন্তরে শান্তনার বাণী ঢেলে দেয়।আমি ইসলামের আধ্যাত্মিক সুধা আমার অন্তরে পৌঁছেছে, ফলে আমি আল্লাহর ফয়সালার প্রতি বিশ্বাস এবং পার্থিব মজা বা ব্যাথাকে গুরুত্ব না দেয়ার নিয়ামত অনুভব করেছি"।

রেক্স ইংগ্রাম
আন্তর্জাতিক চলচিত্র নির্মাতা

সুখ-শান্তির পথ থেকে দূরে থাকা দুর্ভাগ্য

ইসলাম সর্বকালের ও স্থানের উপযোগী হিসেবে এসেছে। মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির সাথে মিলে চলে, জীবনের নানা পরিবর্তনের দিকে খেয়াল রেখে, উন্নতি ও সভ্যতার দিকে অগ্রসারিত, বিভিন্ন জাতির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সামরিক ও অন্যান্য সমস্যার সমাধানকারী। কিন্তু অনেক মানুষই এ আলোকিত পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে, আবার অনেকে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, মানুষকে ইহা থেকে দূরে রাখতে একে কলুষিত করতে নানা প্রচেষ্টা করছে। এ কারণে ব্যক্তি ও সমাজে নানা দুঃখ-দুর্দশা। যে ইসলামের নির্দেশিত পথের অনুসরণ করবে, ইহার শরিয়তের পাবন্দী করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তায়া'লা তার সুখ-শান্তির নিশ্চয়তা ও গ্যারান্টি দিয়েছেন। আর যে ব্যক্তি ইহা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, ও অহংকার করবে আল্লাহ তায়া'লা তার জন্য দুঃখ-দুর্দশা, লাঞ্ছনা, ও অপমান লিখে রেখেছেন।

একমাত্র ইসলামই আল্লাহ তায়া'লা মানব জাতির জন্য মনোনীত করেছেন, যাতে তাদের কাজ কর্ম সঠিকভাবে পরিচালিত হয়, দুনিয়া ও আখেরাতে সুখী ও সৌভাগ্যশীল হয়, উভয়জগতে সে হতভাগা হবেনা। কিন্তু মানব জাতি -স্বভাবগতভাবেই- তার প্রবৃত্তি ও লালসা বিরোধী নির্দেশ, শর্তাবলীর প্রতি আগ্রহী হয়না, যদিও ইহা তাদের কল্যাণেই আদেশ করা হয়ে থাকে। এজন্যই আল্লাহ তায়া'লা সত্য পথের পথিকদেরকে কল্যাণ ও হেদায়েতের দিকে দাওয়াত দেয়া ফরজ করে দিয়েছেন। এ হিদায়েতকে সমস্ত বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালাম নিজে সুখী ও সৌভাগ্যবান হতে এবং সাথে তাঁর জাতি ও দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে সুখী ও সৌভাগ্যবান করতে প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আপনাকে ক্লেশ দেবার জন্য আমি আপনার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করিনি।} [সূরা তোয়াহাঃ ২]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি।} [সূরা আম্বিয়াঃ ১০৭]

অতএব রাসুলের অনুসরণ, তাঁর পথে চলা, ও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করাই সুখের মূল ও পরিত্রানের পথ। ইহাই আল্লাহ তায়া'লার নির্দেশিত পথ, যে পথে তাঁর আদেশ নিষেধ মান্য করে জীবন যাপন করতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন; দুনিয়া ও আখেরাতের সুখ-সৌভাগ্য-ই যার ফল। এ সীমারেখা থেকে যারাই বেরিয়ে আসবে তাদের দুজাহানেই দুর্ভাগ্য। আল্লাহ তায়া'লা যথার্থই বলেছেনঃ {এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। সে বলবেঃ হে আমার পালনকর্তা আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমি তো চক্ষুমান ছিলাম। আল্লাহ বলবেনঃ এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, অতঃপর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাব।} [সূরা তোয়াহাঃ ১২৬]

মু'মিনের ক্ষেত্রে এর বিশাল পার্থক্য, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব।} [সূরা নাহলঃ ৯৭]

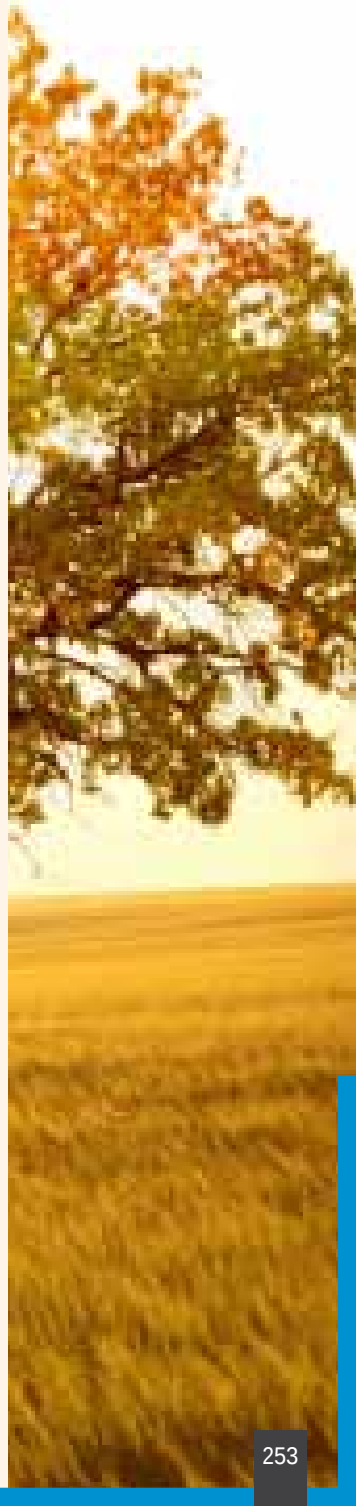

https://www.path-2-happiness.com/bn

আর আল্লাহর জিকির থেকে বিমুখীদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে।}[সূরা তোয়াহাঃ ১২৪]

অতএব, প্রকাশ্য ও গোপনে আল্লাহর আদেশ মানা ও নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং প্রশান্ত চিত্তে তাঁর ফয়সালা মেনে নেয়ার মধ্যেই উত্তম ও পবিত্র জীবন রয়েছে। কেননা সে আল্লাহর তত্ত্বাবধানে ও হেফাযতে জীবন যাপন করে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর যিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তর সমূহ শান্তি পায়।}[সূরা রা'দঃ ২৮]

ইসলামের সকাল

"ইসলামের নতুন সুর্য পুনরায় উদিত হওয়া পর্যন্ত কত জাতিরাই ভয়ভীতি ও দুঃখ দুর্দশার বিরুদ্ধে লড়াই করবে।এখন মনে হচ্ছে গোটা ইতিহাস সেদিকে ধাবিত হতে যাচ্ছে। সেদিন পুরা দুনিয়াতে শান্তি ছড়িয়ে পড়বে, সেদিন মানুষের হৃদয় শান্তিতে ভরে যাবে"।

হার্বার্ট জর্জ ওয়েলস
ব্রিটিশ লেখক ও সাহিত্যিক

অতএব অন্তরের প্রশান্তির প্রতিফলন মানুষের প্রত্যেকটি কাজেই প্রতিফলিত হয়, আর এর পুরো ব্যাতিক্রম তারা, যারা আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে জীবিকা সংকীর্ণতায় বসবাস করে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {অতঃপর আল্লাহ যাকে পথ-প্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন এবং যাকে বিপথগামী করতে চান, তার বক্ষকে সংকীর্ণ অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন-যেন সে সবেগে আকাশে আরোহণ করছে। এমনি ভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না। আল্লাহ তাদের উপর আযাব বর্ষন করেন।}[সূরা আন'আমঃ ১২৫]

সুতরাং তার সংকীর্ণতা, দুর্দশা ও কষ্ট দরিদ্রতা ও অসুস্থতার কারণে নয়, বরং ইহা হলো সমস্ত কাজে তার অস্থিরতা। দুর্ভাগাদের দুনিয়া প্রাপ্তি বা দুনিয়া হারানো তাদেরকে দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তি দিবেনা। দুনিয়ায় কিছু অপ্রাপ্তি দুঃখ দুর্দশার কারণ নয়, বরং দুঃখের কারণ হচ্ছে ভাবনা চিন্তার পদ্ধতির মধ্যে, তাই অতিরিক্ত সম্পদ বা সামান্য সম্পদ বা সুস্বাস্থ্য বা রোগব্যাধি অধিক দুঃখ-দুর্দশার কারণ হতে পারে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {সুতরাং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহর ইচ্ছা হল এগুলো দ্বারা দুনিয়ার জীবনে তাদের আযাবে নিপতিত রাখা এবং প্রাণবিয়োগ হওয়া কুফরী অবস্থায়।}[সূরা তাওবাঃ ৫৫]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {আর বিস্মিত হয়ো না তাদের ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির দরুন। আল্লাহ তো এই চান যে, এ সবের কারণে তাদেরকে আযাবের ভেতরে রাখবেন দুনিয়ায় এবং তাদের প্রাণ নির্গত হওয়া পর্যন্ত যেন তারা কাফেরই থাকে।}[সূরা তাওবাঃ ৮৫]

ধন-সম্পদ, দরিদ্রতা, রোগ-ব্যাধি ও কোন মসবতে পতিত হওয়া মানব জাতির দুঃখ-দুর্দশার কারণ নয়, বরং আল্লাহ তায়া'লা ও তাঁর পথ থেকে দূরে চলে যাওয়া এবং বান্দা ও আল্লাহর মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন করা হলো দুঃখ-অশান্তির কারণ। কেননা হযরত জাকারিয়া [আঃ] যখন তার প্রভুকে দোয়ায় অসিলা করে বলেছেনঃ {হে আমার পালনকর্তা! আপনাকে ডেকে আমি কখনও বিফলমনোরথ হইনি।}[সূরা মারইয়ামঃ ৪]

আপনি অতীতে আমার ডাকে সাড়া দিয়ে আমাকে সম্মানিত করেছেন, অতএব আমার দোয়া কবুল করে আমাকে সুখী-সৌভাগ্যবান করুন। এটা শুধু যাকারিয়া [আঃ] এর ব্যাপারেই নির্দ্দিষ্ট নয়, বরং আল্লাহ তায়া'লা আমাদেরকে এভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন যেঃ {আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে বস্তুতঃ আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।}[সূরা বাকারাঃ ১৮৬]

যখন বান্দা ও আল্লাহর মাঝে সরাসরি সম্পর্ক হয়ে যায়, তখন তার সুখ-শান্তি অবশ্যই অর্জিত হয়, আর দুর্ভাগ্য ও দুঃখ তখনই হয় যখন এ সম্পর্কের রশি ছিন্ন হয়ে যায়। এ দ্বীনের ব্যাপারে মানুষের ভুল-ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতার পরিমাণে সে নিজের ও জীবনের মাঝে অস্থিরতা ও অশান্তি ভোগ করে।

এজন্যই আল্লাহ তায়া'লা হিদায়েত ও রহমতকে একসাথে উল্লেখ করেছেন, আবার ভ্রষ্টতা ও দুঃখ-দুর্দশাকেও একত্রে উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি সম্পর্কে আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথ প্রাপ্ত, আর তারাই যথার্থ সফলকাম।}[সূরা বাকারাঃ ৫]

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

তিনি আরো বলেনঃ {তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হেদায়েত প্রাপ্ত।} [সূরা আল বাকারাঃ ১৫৭]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {এরপর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হেদায়েত আসে, তখন যে আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ঠ হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে না।} [সূরা তোয়াহাঃ ১২৩]

হেদায়েত হলোঃ ভ্রষ্টতা থেকে বিরত থাকা, রহমত হলোঃ দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ। ইহাই আল্লাহ তায়া'লা সূরায়ে তোয়াহার শুরুতে বলেছেনঃ {তোয়া-হা, আপনাকে ক্লেশ দেবার জন্য আমি আপনার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করিনি।} [সূরা তোয়াহাঃ ১-২]

কোরআন নাযিল ও দুঃখ ক্লেশ দূরকে একত্রিত করা হয়েছে। যেমন অন্য সূরায় হেদায়েতের অনুসারীদেরকে বলা হয়েছেঃ {সে পথভ্রষ্ঠ হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে না।} [সূরা তোয়াহাঃ ১২৩]

হেদায়েত, কল্যাণ, নিয়ামত, রহমত সবকিছুই একসঙ্গে গাঁথা, একটি অন্যটির থেকে আলাদা হয়না। এমনিভাবে, ভ্রষ্টতা, দুঃখ, দুর্দশা ও পরস্পর একই সঙ্গে গাঁথা, একটি অন্যটির থেকে ভিন্ন হয়না। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {নিশ্চয় অপরাধীরা পথভ্রষ্ট ও বিকারগ্রস্ত।} [সূরা আল ক্বামারঃ ৪৭]

আয়াতে "সুউর" শব্দটি "সাঈর" এর বহুবচন। অর্থঃ সীমাহীন আযাব। অপরাধী ও পথভ্রষ্টদের আবাসের বিপরীতে আল্লাহ তায়া'লা একই সূরায় বিশ্বাসীদের আবাসের কথা উল্লেখ করে বলেনঃ {খোদাভীরুরা থাকবে জান্নাতে ও নির্ঝরিণীতে। যোগ্য আসনে, সর্বাধিপতি সম্রাটের সান্নিধ্যে।} [সূরা আল ক্বামারঃ ৫৪-৫৫]

সুতরাং আসো, ইহাই সৌভাগ্যের পথ, যদি তুমি এ পথে চলতে চাও, যদি এ পথের অনুসরণ করতে চাও। ইহা এমন রাস্তা যা কল্প কাহিনী বা নিছক আত্মিক ও ভাবনাগত বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ইহা সৌভাগ্যের পথ এবং সাথে সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতারওপথ।

মানবতার ত্রাণকর্তা

"মুহাম্মদকে মানব জাতির ত্রাণকর্তা ডাকাই হলো সুবিচার ও নিরপেক্ষতা। আমি মনে করি, তাঁর মত একজন মহামানব আধুনিক বিশ্বের নেতৃত্ব গ্রহণ করলে, সব সমস্যার সফল সমাধান হবে, বিশ্ব সুখ শান্তিতে ভরে যাবে"।

বার্নার্ড শ

ইংরেজি লেখক

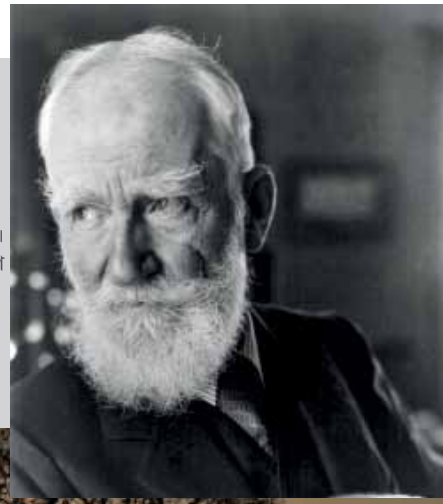

https://www.path-2-happiness.com/bn